প্রকাশক
সুশান্ত দে
প্রজ্ঞাভারতী
১, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

প্রথম মুদ্রণ
৩০ ফাল্গুন, ১৩৬৭

মুদ্রক
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

শ্রীমতী অপর্ণাকে

প্রাক্‌কথন

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাশগুপ্তের লেখা 'জিজ্ঞাসা ও অন্যান্য কবিতা' শীর্ষক কবিতা সংকলনটি পড়ে দেখেছি। ছন্দযুক্ত ও ছন্দবর্জিত কবিতা রচনা ও তার প্যাটার্ন সৃষ্টিতে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিদেশী প্রকরণ তাঁর কয়েকটি কবিতায় লক্ষ্য করা যাবে। জীবনের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তিনি অবহিত, জীবনের ব্যর্থতা ও বৈরাগ্যও তাঁর কোন কোন কবিতায় গেরুয়া উদাসীনতায় ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে। সনেটের আঁট-সাঁট বন্ধনও সুন্দর হয়েছে। বিশেষতঃ জাপানী 'হাইকু' ও 'তানকা' রীতির ছন্দে লেখা কয়েকটি কবিতা পাঠককে স্বাদ বদলাতে সাহায্য করবে। বোধ হয়, সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া এই সমস্ত ছন্দের ব্যাপারে আর কোন বাঙ্গালি কবি বিশেষ আকৃষ্ট হন নি। সেদিক থেকে তিনি বাংলা কবিতায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। সহজ প্রসন্ন, কিছুটা গদ্যাত্মক জীবনদৃষ্টি তাঁর কবিতাকে পাঠকের মনের কাছে একটা পরিচিত প্রতীতিতেই ফুটিয়ে তুলবে। যাকে উনিশ শতকী পলায়নী রোমান্টিকতা বলে, তিনি তাকেও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন নি. আবার একালের বস্তুগত বিচ্ছিন্ন বিবিক্ত নিঃস্পৃহতাকেও পাশ কাটিয়ে যান নি। বাংলাদেশ চিরদিনই কাব্যকবিতার দেশ, পৌগণ্ডদশা অতিক্রম করতে না করতেই স্কুল-কলেজের পাঠার্থীরা কবিতা রচনার চেষ্টা করে। এই কলকাতাতেই একালে নবীন-প্রবীণ-কিশোর এবং বালখিল্য মিশিয়ে কয়েক হাজার কবি আছেন, এবং তাঁদের মধ্যে পাঁচশতাধিক কবির লেখা কবিতা ছোট-বড়ো পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। বহু কবির ভিড়ে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাশগুপ্তের এই কবিতাগুলি হারিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করি না।

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সনেট ॥

জিজ্ঞাসা

গাছগাছালির পানে চেয়ে সুন্দর (!) বলে উঠল কবি;
সুন্দর বলল শিল্পী।
সোমযজ্ঞ সোমরাজের মহিমায়
ব্যাপ্ত তরুরাজির কল্যাণরূপ আবহমান,
কল্যাণময়ী তরুরাজির জয়গানে সোচ্চার বেদজ্ঞ মানুষ,
সোচ্চার আর্তিমিসের ভক্তজন।
গাছগাছালির সার্থকতা খোঁজে প্রাণীবিদ্‌
গাছগাছালি ঘিরে পশুপাখি-কীটপতঙ্গ·
অবলুপ্তির পথে চলেছে হায় প্রাণীজগৎ—
অরণ্যানির উন্মূলন নির্মম।
চিত্তক্ষোভ পরিবেশবিজ্ঞানীরও,
গাছগাছালির উচ্ছেদে যন্ত্রসভ্যতার প্রসার—
প্রকৃতির দানে যে বঞ্চিত হবে শস্যশ্যামল ধরণীতল,
জলভরা মেঘের সঙ্গে বৃক্ষের অভিঘাতেই বারিধারা গতিময়
মৃত্তিকা সিঞ্চনে।
মর্মপীড়া বনরক্ষকের, সভ্যসমাজের আগ্রাসী চাহিদায়
হীনপ্রভ প্রকৃতির কান্তি।
চিন্তামগ্ন ভূতত্ত্বগবেষক—
ভূপৃষ্ঠে গাছগাছালির উচ্ছেদ,
মৃত্তিকার অবিরাম ক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু ভূমি জলময়;
ভূগর্ভে জৈবশক্তির অবিরাম ক্ষয়
যন্ত্রসভ্যতার কি হবে উপায়!

অনাদিকাল ধরে হীরামন এই প্রশ্নই করে চলেছে আমায়—
মানুষ আর গাছগাছালি, দুয়ের মাঝে কি সম্বন্ধ?

কাব্যদেবীর আশিস

হাতে কুসুম-কঙ্কণ কেয়ূর, কণ্ঠে ফুল আভরণ
পুষ্পমালায় শোভিত কেশদাম
অমল-উজ্জ্বল মুখকমল, আয়ত আঁখিপদ্ম,
শুভ্রবসনা, সুচিতা,
নৃত্যের তালে তালে লীলায়িত দেহ
বাজে শহনাই, বীণা, মৃদঙ্গ ভায়োলিন
প্রাণমন আকুল
নূপুরশিঞ্জিত পদপাতে নেচে চলেছ তুমি ভুবন ঘিরে,
চিরন্তন ঐকতান ঝঙ্কারে পেয়েছি এক স্বর্গের সন্ধান--
গোলাপ, চাঁপা, হাসনাহানা শেফালী, চামেলী, কামিনী,
রজনীগন্ধার অনিন্দ্য সমাহার-
কালিদাস, হোমার, দান্তে, গোটে, শেকস্‌পীয়র,
রবীন্দ্রনাথ, এজরা নুমিস-
আনন্দময়ীর নৃত্যের তালে তালে নেমে এল তারা,
অনন্ত আকাশ জুড়ে দাঁড়ালে তারা আমার সামনে
সমস্বরে বলল মিউজ্‌ আর ভারতীর বরপুত্রেরা,
"যাও মানুষের মাঝে, একালের স্বর্গ রচিত হবে
মানুষের সুখদুঃখ হাসিকান্না নিয়ে।"

ধ্রুবদৃষ্টি

দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয়-দীর্ণ জীবন নাট্যমঞ্চে
ছত্রাকার শিল্পীকুশলীরা,
জীবনীশক্তির অভাবে বিশৃঙ্খল অভিনয়,
জল থেকে মাথা তোলার আশায়
"সাক্ষাৎ দীক্ষাদাতা" মহাজনের
পথ ধরে স্রোতে ভেসে চলে জীবন পথিকেরা।

জীবনশিল্পীর বুদ্ধসত্তায় রচিত যে ছবি
ভ্রান্ত হবার নয় তো সে,
"সাক্ষাৎ মহাজনের" সঙ্গে তালে তাল দিতে দিতে
হেলায় হারায় সে তার দর্শনক্ষমতা,
গুরুর নির্দেশিত উদ্দেশ্যপূর্ণ পথে নয়,
জীবনের সঙ্গে আপোসের প্রয়াস থেকে
বিরত হয়ে নিরালা জগতের কোণে নয়,
কালের ঢেউয়ে ভর দিয়েও নয়
আপন অভিজ্ঞ ও সমৃদ্ধ অন্তরের মাঝেই
ধ্রুবতারা খুঁজে পায় তার পথের ঠিকানা,
লক্ষ তারার ভিড়ে সে আলোর দিশারী
দিগন্তপ্রসারী পক্ষসঞ্চারী।

জন্মমৃত্যু

মূক উৎসবমুখর সে পরিবেশ
মানুষের আনাগোনা কত,
পৃথিবীতে এসেছে এক নতুন সাথী,
নবজাত শিশু, নিষ্পাপ শিশু—
যীশুর চিহ্নিত ঈশ্বর;
সুখদুঃখ পাপপুণ্যের বিস্তৃত পথে
আবর্তিত হবে সে ঈশ্বরের মানবজীবন,
কসাইয়ের হাতে সার সার বলির পাঠা
কৌতূহলী দৃষ্টিতে জন্মাতে দ্যাখে নবজাত
এক বলির পাঠাকে।

আর একদিন ভিন্ন পরিবেশ এক,
মৃত্যুর লীলা,
সেখানেও মানুষের গুঞ্জরণ, রিক্ত বাধিত মন
খুঁজে পেতে চায় মৃতের মাঝে মানুষের মুক্তি, চিরমুক্তি—
সুখদুঃখ পাপপুণ্য মোহপাশের শ্বাপদসঙ্কুল
পথ পেরিয়ে অমানিশার পথ পেরিয়ে
সূর্যকরোজ্জ্বল পথে উত্তরণ।

কোন্ অমোঘ উদ্দেশ্যে নিগূঢ় এই নিবাসে
চলেছে অন্তহীন জীবনরথ পরিক্রমা,
সুখদুঃখ শুভাশুভ জন্মমৃত্যু পরিক্রমা।

মানুষ ও কারাগার

কারাগারে মানুষের নিভৃত কান্না কারাগারের পাঁচিল ভেদ করে আসে;
অন্যায় ন্যায়, বিচার অবিচারের সীমারেখায় যখন অনির্দেশ
মূল্যবোধ নির্বিশেষ নয় যখন, বিত্তবান ও বিত্তহীন ভেদে ভিন্ন যখন,
কারাগারে মানুষের নিভৃত কান্না কারাগারের পাঁচিল ভেদ করে আসে।
কত কৃত্রিম রঙের ঘূর্ণন দেখি এই জাগতিক পরিমণ্ডলে,
বিপথগামী বাহুশক্তিতে অর্থবলে কপটতায় মানুষ বশ্যতা মানে দেখেছি,
নীতিভ্রষ্ট সমাজশক্তি, অর্থের শাসনে পিষ্ট মানুষ বশ্যতা মানে ভয়ে ভক্তিতে;
দেখেছি মেকিয়াভেলির অনুকারী মানুষের সচেতন আত্মপ্রতারণা,
অন্যদিকে দুঃখের অভিশাপে কত মানুষের নৈতিক বিপর্যয়,
আবার লক্ষ্য করি বিদ্রোহের মানসিকতা,
কারাগারে মানুষের নিভৃত কান্না কারাগারের পাঁচিল ভেদ করে আসে।

তবে কি সত্য প্রেম সুন্দরের অস্তিত্ব বিপন্ন!
মেকিয়াভেলির অনুগামীরা ঈশ্বর মানে না,
তবু ঈশ্বরে মতি হয় তাদের
ঈপ্সিত বস্তু করায়ত্ত হয় যখন, পথ যাই হোক;
ধনসম্পত্তির উদগ্র লালস ধর্মধ্বজীর ঊর্ধ্বলোক।
ঈশ্বরের আশিস থেকে বঞ্চিত বুঝি বস্তুতন্ত্রের যূপে বধ্য মানুষেরা!
আদিম প্রবৃত্তি আত্মপ্রেম, তুমিই সব পাপপুণ্যের মূলে,
কারাগারে মানুষের নিভৃত কান্না কারাগারের পাঁচিল ভেদ করে আসে।

কাব্যের উৎসে তুমি

মনের কোণে তখন সংশয়দোলা—সংকোচ অনিশ্চয়তা
অসীম প্রাণশক্তি নিয়ে এসে সঁপে দিলে তুমি সব রূপ-রস গন্ধ--
তারপর একদিন বাগিচায় ফুটল গোলাপ
মালিনীর কোল আলো করে—
স্নিগ্ধসুন্দর যেন র‍্যাফেলের তুলির টানে মাদানোর রূপ,
ঝলকে ঝলকে সঞ্চালিত হল মালীর হৃদয়-মন-আত্মা,
এমনই শুভমুহূর্তে প্রসন্ন ভাগ্যবলে দেখা হল নিবেদিতপ্রাণ এক কবির সঙ্গে,
নাম তার এজরা, দেখা হল তাঁর সঙ্গে এক গ্রন্থভবনে—
গ্রন্থনিকেতনের সুবিপুল সংগ্রহের মাঝে আমার অপেক্ষায়
বুঝি ছিল তাঁর নামাঙ্কিত কিছু পুঁথি—
সে কবির সৃষ্টি-রসধারায় অবগাহনে পূর্ণ হল
আমার কঠিন প্রয়াস আত্মাকে তাঁর চিত্রিত করার।
মিউসেরা বুঝি বিস্ময় মানল!
আমার উদ্যানে মালিনীর বাহুডোরে গোলাপ -
সৃষ্টিকর্ত্রী বিমুখ করেনি সে গৌরব অর্পণে;
দেবী ইরা জানেন, আমার আনন্দ আবেগের উৎস কোথায়।

সীতা

দাঁড়াও সীতা, ধরিত্রীর কোলে জীবন সমর্পণের আগে
দ্বিতীয় চিন্তার প্রয়োজন আছে তোমার।
তপোবনে লেলিহান অঙ্গারবহ্নির কষ্টিপাথরে
নিখাদ হিরণ্যদেহ পরীক্ষিত হয়েছে তোমার,
এবারে রাজসভায় পরীক্ষা সতীত্বের স্বীকৃতিলাভে;
অপমানাহত সাধ্বী তুমি সীতা,
আত্মহননের মাঝে নিষ্পাপ পুণ্যবতী নারীর
অকারণ আত্মসমর্পণ,
নারীত্বের গৌরব নয় তা, নারীত্বের পরাজয়।
তোমার পুণ্যজীবনের সার্থকতা অধিকারত্যাগে নয়,
অধিকার প্রতিষ্ঠায়।
মুক্তি তোমার নিশ্চিত অন্যায় অবিচারের পাষাণভার থেকে
সমাজ-শিরোমণিদের কথাতেই শ্রীরামের যদি বিশ্বাস হয়
সীতার সতীত্বহানির সম্ভাবনায়, তাহলে প্রশ্ন জাগে
অপরাধী কে? সতীত্বের অবমাননায়
পাপ বর্তাবে কার উপর?
শ্রীরাম অপারগ, সতীলক্ষ্মী সীতার মর্যাদা রক্ষায়।
অনুভূতিহীন চেতনাহীন, হৃদয়হীন সমাজের অনুশাসন।
সীতা, এখনই সময় সোচ্চার হওয়ার,
শ্রীরামের আত্মপুরুষকে উজ্জীবিত করার ব্রতে
মানবাত্মাকে কর উদ্বুদ্ধ,
কণ্ঠে আনো প্রতিবাদের জোয়ার
মৌন থেকো না সীতা,
আপসহীন সংগ্রামের প্রস্তুতিতে বাধা কোথায়।
জীবনের সত্যপ্রতিষ্ঠায় উত্তরণ হোক তোমার;
ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে জীবনসেতুর
নব আয়তন রচনায়—সমাজ-অনুশাসনের বুকে সক্রিয়
অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার এইতো প্রতীক্ষিত মুহূর্ত, সীতা।

অখণ্ড যৌবন

প্রাণবীণার ঐকতান ঝঙ্কারে অবিরাম বাজে
আবাহনী সুর ভাস্বর যৌবনের--কার্তিকেয়র।

ধীর স্থির নম্র সেই যৌবন,
উদগ্র বাসনার লালসা, পঙ্কিল কামনার
ইন্ধন যোগাতে নেই সেখানে কোনো বসন্ত অনিত্য—
দিকচক্রবালে সুস্থির সুস্থিত প্রাণবসন্ত হারায় কালের ঠিকানা।

যৌবনে আমি পরিণত জীবনের কথা ভাবি
বার্ধক্যজীবনের কথা ভাবি,
আবার বার্ধক্যে দিনযাপন করব যৌবনের কথা ভেবে।

প্রাণবীণার ঐকতান ঝঙ্কারে অবিরাম বাজে
আবাহনীসুর ভাস্বর যৌবনের—কার্তিকেয়র।

আত্মপুরুষ

দ্যাখ, কপোত-কপোতীর বিস্তারিত ডানার আড়ালে
এই আশ্রয়নীড়, বিশ্বজনীন
বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর অক্ষিপুটে দ্যাখ তোমার আত্মপুরুষ,
অবোধ তুমি, ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মাঝে বহ্নিজ্বালার
সঞ্চার কর বারবার !!

তোমার কাছে কি এসেছিল তোমার আত্মপুরুষ ?
শিউরে উঠেছিলে কি তখন ?
হ্যাঁ, অস্বীকার করতে পার দর্পণকে,
সর্বব্যাপী অন্ধকারও সূর্যকে অস্বীকার করে।

কাঁচের আধারে থেকে দর্পণকে অস্বীকার।
দর্পণ থেকে প্রতিসৃত প্রভায় কপট কাঁচের আধার
যে খান্‌খান্‌ হয়ে যায়,
তখনই সম্মুখে হতে তুমি তোমার আত্মপুরুষে।

অবোধ তুমি, ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মাঝে বহ্নিজ্বালার
সঞ্চার কর বারেবারে।

মুক্তি

মন চল বাল্মীকি, ব্যাসদেব কিংবা হোমারের কাছে
জর্জরিত আমি, মুক্তি দাও মন
দেবতার ঈপ্সিত ধর্মযুদ্ধের মাঝে,
লঙ্কাদ্বীপ কিংবা কুরুক্ষেত্রে
কিংবা অডিসিয়াসের দুর্গম অভিযান-পথে।
পসাইদোনের হাতে নিপীড়িত মানব-আত্মা অডিসির
বিজয় অভিযানে উন্মুখ হয়েছি জিউস ও হের্মিজের আশিস লাভে।
চন্দ্রশেখর-উমার মিলনজাত কুমারের
আবির্ভাব প্রতীক্ষায় আছি তারকাসুর নিধনে।
প্রতীক্ষায় আছি কলির অপদেবতা
পরাভূত হবে কবে নলরাজের কাছে।

কালচক্রে মর্তলোকে সুর-অসুরের যুদ্ধ সম্ভব না হয় যদি
যেতে তো পারি প্রায়শ্চিত্তলোকে
পেতে চাই সন্ধান প্রেমশক্তির
যার বলে সূর্যনক্ষত্র নভোমণ্ডলে।

পূর্বপুরুষের বার্তা

["অস্য মহতো ভূতস্ব নিঃশ্বসিতম্
এতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ।"]
(বৃহদারণ্যক)

অস্থির দিশেহারা সমাজ কর্ণধারেরা,
বস্তুমুখী সংস্কৃতির অনুক্ষণ চিন্তায় হারা-উদ্দেশ্য মানুষেরা।
বিহ্বলতা তোমাদের মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডলে
সংকোচ সংশয় তোমাদের আত্মিক জীবনে :
সঞ্জীবিত তুমি যে জ্ঞানশাস্ত্রের রসধারায়
তোমার সংস্কৃতির প্রাণরস যে অন্তর্লীন জীবনধারায়
অস্বীকার করা যায় কি তাকে কোনো অন্ধবিশ্বাসে
তোমার কৃষ্টির ঐতিহ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্ধ ধারণায়
একমাত্র সত্য মনে কর বস্তুবাদী সংস্কৃতিকে!
এ সত্য ধ্রুব জেনো—
মানব হিতৈষণা, সমাজ হিতৈষণা
দেহমনের উৎকর্ষ, মানবিক অধিকার,
শাশ্বত সভ্যতা—ঐতিহ্যের বৃক্ষছায়ে
তোমার ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠা মহাকালের
জীবনবৃক্ষের আশ্রয়ে।
দ্যাখ চেয়ে, অহং-এর ব্যাপ্তিতে নিরন্তর সক্রিয়
তোমাদের অপৌরুষেয় শাস্ত্র।
চোখ মেলে দ্যাখ, পদ্মিনীর নিত্য উদ্ভাস
উদয়াচলে পদ্মিনী-বল্লভের নিত্য অভ্যুদয়ে।

রাষ্ট্রের প্রতি

তোমার বক্ষঃস্থলে সমর্পিত আমার বহির্জীবন, জাগতিক বন্ধিবল:
ব্যক্তিস্বার্থ ও যৌথস্বার্থ রক্ষার প্রয়াসে চুক্তি করেছি তোমার সঙ্গে,
কিন্তু আমার আত্মার তার, দিব্য জগতের ভার অর্পণ করিনি তোমায়,
আমার মনের ঊর্ধ্ব জগৎ রাষ্ট্র-সমাজের পরিধির চেয়ে বিস্তৃত শতগুণ,
সেখানে আমার একচ্ছত্র নিরঙ্কুশ অধিকার,
বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধিতে যাত্রা আমাদের অহর্নিশ
মহাকালের বুকে, নিষ্কৃতি অব্যর্থ একদিন রাষ্ট্রমণ্ডলের;
জীবন-মৃত্যুর রহস্যালোকে
জীবন-দৃষ্টির স্বচ্ছ প্রভায় প্রতিভাত
অলীক ক্ষুদ্র স্বার্থ সংঘাত,
অমোঘ মহত্তর স্বার্থের সত্য পথ।

ইতিহাসের ব্যর্থ শিক্ষা

আমি যদি হতাম পৃথিবীর সর্বাধিকারী, অবিসংবাদী সেনাপতি,
দূর করে দিতাম চিরতরে যুদ্ধের অভিশাপ
জাতিতে জাতিতে শান্তি সদ্ভাব থাকত অক্ষুণ্ণ;
এসব কথা আসে মনে বড় দুঃখে, ক্ষমা কর আমায়।
প্রকৃতির জগতে পাশাপাশি আছি আমরা পরস্পরের স্বার্থে
আবার তোমার আমার মাঝে শত্রুতা ব্যক্তিস্বার্থের কারণে,
সশরীরে হাজির নেই পৃথিবীর মালিক হায়,
সুযোগ নেই সালিসীর কোনো।
হায়রে, প্রকৃতির জগতে অস্ত্র শানায় যে, বিচারক সেই,
জাতির চেতনা সঞ্চার করে নাকি ইতিহাস,
তবু সচেতন জাতি বা 'বিচারক' মানবে না
ইতিহাসের শিক্ষা কোনো;
আত্মজ্ঞান হারাবার পরিণাম ইতিহাসে দেখেছি বারে বারে
তবুও কত ইতিহাস গড়েছি, বারে বারে সেকথা ভুলে গিয়ে।

গিরিবর

হিমালয়ের তলদেশ থেকে
চোখ উন্মীলনে
প্রতিভাত
আকাশজাত
হিমালয়ের চূড়াশ্রেণী
দিগন্ত জুড়ে পৃথিবীর শীর্ষে
কখনও সূর্যের সাথে আলিঙ্গন
কখনও মেঘমালার সাথে
শুভ্র দীপ্র
দীপ্র
শুভ্র
আকাশপটে
হিমালয়ের এই অমেয় রূপরাজির বিস্তারে
হরগৌরির বিশ্বরূপ
শিবপুরাণ কুমার-সম্ভব
চণ্ডীমংগল অন্নদামঙ্গলের আলোকমালায়
বিভাসিত
উমা-মহেশ্বরের প্রেমলোক
সীমা থেকে অসীমে
ডমরুধ্বনি নটরাজের
দিক থেকে দিগন্তে
রুদ্রমূর্তির
কল্যাণমূর্তির
সৃষ্টিধ্বংসলীলা—রুদ্রদহন ও শান্তিপবনের
মিত্রাক্ষর ছন্দগান
হিমালয়ের অগম্যকন্দরে অধিষ্ঠিত
হিমালয়-দুহিতার
ব্রাত্যপতির ইঙ্গিতে।

সোহম্

সমুদ্রের উত্তাল জলরাশির অবিরাম গর্জন
শিথিল আমার শরীর মন সৈকতে ঘনকৃষ্ণ নিশুতি প্রহরে
মনের গহনে নিবিষ্ট যখন, গুরুগম্ভীর সাগর
হাতছানি দেয় মহা অন্ধকারে তার
প্রমত্ত ফেনিল দিগন্ত বিস্তৃত তরঙ্গবক্ষে,
ঢেউ ভেঙ্গে এসে পদচুমে মহাস্রষ্টার বারতা দিয়ে যায়
স্নায়ুতন্তুতে শিহরণ জাগে মহাস্রষ্টার ঐশীশক্তির যাদুদণ্ডে,
মহা অন্ধকার, দিক থেকে দিগন্তে, চিন্তাবুদ্ধির ওপারে,
ওপরে নীচে মহাবিশ্বে প্রাণমন লীন,
চরাচরে পরিব্যাপ্ত ক্রমশঃ এক জ্যোতিঃস্রোত .
নিগূঢ় ঈশারায় সম্মোহিত করল আমায়
নচিকেতা আর গার্গি, যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী--
অনির্বাণ বোধিসত্ত্বের মহিমায় দেখি
কৃষ্ণের অনন্তবক্ষে চিরব্যাপ্ত আমার সত্তা ..
আমার সত্তায় স্বয়ম্ভু।

অন্তর্লোকে নিত্যনব জলধর

ভারত-আত্মা কালিদাসের অমর সৃষ্টির ছন্দগানে
মহাকালের বুকে ভারত-আকাশে মেঘদূত
পাল তুলে ভেসে চলে নিগূঢ় ব্যঞ্জনায়...
শ্রাবণের নিত্যনব জলধরের পটে নিথর রামগিরি,
রাম-সীতার স্মৃতিলাঞ্ছিত রামগিরি:
বিরহী যক্ষ বিদ্যাধরের হৃদয়রাজ্যে
আকাশ-পাতাল স্বর্গ মর্ত
স্থাবর জঙ্গম একাকার;
ইন্দ্রের দক্ষিণ কর জলমূক 'কামরূপ'—
আকুলপ্রাণ যক্ষ লীন তাই জলধরে।

প্রাণমন আপ্লুত,
যক্ষরাজ যক্ষপ্রিয়ার বর্ষাস্নাত বিরহ সন্দর্শনে—
মেঘমেদুর অম্বরের সাথে সৌদামিনীর বিচ্ছেদ অবলোকনে।

লঙ্কা থেকে পুষ্পকরথে প্রত্যাগত রামসীতার
অযোধ্যা অভিমুখী পথে নিসর্গের নিগূঢ় উদ্ভাস—
'সেতুর্ময় বন্ধঃ সাগর', ত্রিপথগামিনী
পুণ্যতোয়া গঙ্গা, চিত্রকানন যমুনা,
আর যক্ষের প্রাণময় মেঘদূত পরিক্রমা করে
শিপ্রা-তরঙ্গের কলনাদে উদ্বেলিত উজ্জয়িনী,
শিশিরস্নাত শীতল মধুর
উজ্জয়িনীর রূপরাজি;
মন্দিরে মন্দিরে নটরাজের উদ্বাহু নৃত্যে
মন্দ্রিত উজ্জয়িনী।

জলধর গুঞ্জিত, আকাশতলে গৌরীর সতীনের
রুণুরুণু পদঝঙ্কারে।

বিষ্ণুর চরণ-ক্ষরিত, ব্রহ্মকমণ্ডলু-উচ্ছল
ধূর্জটির জটাবাহিত চন্দ্রিমা-শোভিত
অমল ধবল গঙ্গার তরঙ্গকর
হরিদ্বারের পথে।
ভাগীরথীর তরঙ্গলহর আলো ঝলমল
চন্দ্রশেখরের ললাটচন্দ্রের বিমল জোছনায়।

প্রাণপ্রিয়ার সাথে মিলনে যক্ষের প্রাণবাহী উত্তরমেঘ
পাখা মেলে দেয় স্বর্গপুরী অলকায়—
হেমন্তের কুন্দ, শীতের লোধ্র, বসন্তের কুরুবক,
গ্রীষ্মের শিরীষ, বর্ষার কদম্বকুসুম—
ছয় ঋতুঋদ্ধ চিরবসন্ত দেবনিবাস অলকায়—
বিধৌত অলকায়, পিনাকীর ললাট জোছনায়।

আহা দ্যাখ, রামগিরি থেকে যক্ষরাজের
প্রাণপিঞ্জর নিয়ে পশ্চিমে উজ্জয়িনী ছুঁয়ে
পাল তুলে ভেসে চলেছে পূর্বমেঘ অলকায়
যক্ষবধূর উদ্দেশে মহাকর্ষলীলায়।
স্বামী বিহনে যক্ষপ্রিয়া শীর্ণদেহ--রাত্রি শেষে
যেন কৃষ্ণচতুর্দশীর চাঁদ।

বিরহী যক্ষের প্রাণবাহী জলধরের যাত্রাপথে, আহা
পাহাড়ের চোখে জল আসে
পৃথিবী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে
নদীবক্ষ উচ্ছ্বসিত হয়,
যক্ষের বিরহব্যথায় জগৎ ব্যাকুল
চেতন অচেতন চরাচর আকুল...
প্রবৃত্তিমার্গ হতে নিবৃত্তিমার্গে উত্তরণে
মহাপরীক্ষা জীবাত্মার!

ধর্মচিন্তা

পরম পুরুষের মাঝে সক্রিয় এ সত্তা অহর্নিশ
মন্দিরে মসজিদে গীর্জায় সিনাগগে দেখেছি
আমার দেবতার রূপ
দেবমূর্তির কাঠামোয় স্থাপিত আমার অস্তিত্বের ভিত
আমার উপলব্ধির মূলে আছে যুক্তির গৌরব
আমার সচেতন সত্তায় মূর্ত আছে জীবনের
চরম উদ্দেশ্য—যুক্তিধর্মের চরম লক্ষ্য,
মহাবিশ্বের চিন্তাদর্শ।

দুই সত্তা আমার—সক্রিয়, নিষ্ক্রিয়
দুই জগৎ আমার—কর্ম ও চিন্তন,
আচরণ ও নীতিবোধ মূর্ত আমার সক্রিয়
চেতন মনে, আমার নিষ্ক্রিয় জীবন ঘিরে রয়েছে
পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা—সত্যান্বেষা।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়—প্রকৃতিজ ও চিন্তাশ্রয়ী
দুই ধারায় সঞ্চালিত আমাব এই জীবনসায়রে
অন্তর্দ্বন্দ্ব নিবারণে, সত্যাসত্য বিচারে
অতন্দ্র প্রহরী—বিশ্লেষণী মনন।

আমার বিধাতাপুরুষ আছেন সত্যশুভের মাঝে,
পবিত্র সুখকর জীবনে বাঁধা আছে আমার দেবমূর্তির কাঠামো।

শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে

অবিচার আর অজ্ঞানতার অভিশাপে
দুঃসহ জীবন ছিল যাদের,
অনাচার আর বৈষম্যের দুর্বিপাকে
জীবনযন্ত্রণায় ছিল যারা মুহ্যমান,
সমাজ-সংস্থার একপেশে মূল্যবোধ সুকঠিন,
একপেশে নৈতিক অনুশাসন
নীরবে মাথা পেতে নিত যারা অকারণ,
বিড়ম্বিত সেইসব নারীর অন্তরের ব্যথা জানাতে
প্রেম ও করুণাভরা প্রাণে ভগীরথের সাথে
নেমে এলে তুমি এই বাঙলায়,
আত্মবিস্মৃত মানুষের মাঝে মানবিকতার বোধনে,
সংবেদী অনুভব-অনুভূতির সঞ্চারণে—
সংস্কার আচার অনুশাসনের উত্তরণে
প্রবুদ্ধ মানবসত্তার আবাহনে
ভাগীরথীর কলকল্লোল তোমার লেখনীতে:
বঞ্চিত নিপীড়িত নারীর স্বাধিকার কামনায়
সমর্পিত তোমার প্রাণ—
ব্যক্তি-পরিবার-সমাজের জীবনবৃত্তে
আনন্দলোকের অভিষেকে আকুল প্রাণ।
আত্মজ্ঞানের অভাবে অস্বীকৃত
যেখানে প্রেমের বন্ধন,
অলীক অর্থহীন—আদর্শ-নীতি-বিশ্বাসের পণ,
অনির্বাণ তোমার এই সত্যদৃষ্টি
জীবন-সংসারের সঞ্জীবনী-শক্তি।

মাদার টেরেসার প্রতি

মাদার টেরেসা, তোমারই পালিত সন্তান কত
আজ স্বাবলম্বী সমাজে;
তোমার সেবাব্রতের পুণ্যফলে অসংখ্য জীবনের
স্থিতিলাভ; কি মহৎ তোমার আত্মার স্বরূপ
কি অপার স্নেহভরা চোখে অনাথ শিশুদের
উষ্ণ মাতৃবক্ষে আশ্রয় দাও তুমি, জগন্মাতা বুঝি
মানুষের রূপে আবির্ভূতা,
পিতৃস্নেহ মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত কতশত
অনাথ শিশু আর নামগোত্রহীন
জন্মলগ্নে পরিত্যক্ত শিশু যত,
তোমার বিশ্বজনীন প্রেমধারায়
বিগলিত করুণাধারায়
আশ্রয় পেল প্রাণ পেল এ পৃথিবীতে,
নিষ্ঠুর নির্মম পৃথিবী হার মেনেছে তোমার কাছে;
করাল কঠিন ব্যাধির শিকার কত অসংখ্য মানুষের
সেবা পরিচর্যায় আপন প্রাণ সমর্পণে দ্বিধা নেই তোমার
কুষ্ঠ রোগীকে বুকে স্থান দাও পরমার্থের সন্ধানে;
মৃত্যুর ডাক থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসেছ তুমি
পরিত্যক্ত কত মুমূর্ষু রোগীকে--
যমও পিছু হটে, সাবিত্রীর মতো আত্মিক শক্তিতে তোমার।
আপন স্বার্থে দৈবকৃপালাভে নিবন্ধ আমাদের প্রয়াস
আর স্বার্থমুক্ত মাদার টেরেসার ঈশ্বর-আরাধনা
পরমার্থ-লাভ নিষ্কাম কর্মসাধনায়—
সর্বজীব প্রেমে।

মানবতার পূজারী

(চতুর্দশপদী)

এজরা পাউন্ড, পরবাসে থেকে প্রাণোচ্ছল হৃদয় মনে
সৃষ্টি করেছ কত অমূল্য রত্ন সঙ্গোপনে,
পশ্চিমী সভ্যতার প্রাণমূল আর পূবের ঐতিহ্যের সমাহারে
ঝরণাধারা বহালে অধুনা অনুর্বর মৃত্তিকার প্রাণসঞ্চারে।
জ্বালালে তুমি যে জ্ঞানশিখা পৃথিবীর 'পরে
তোমার যে অনির্বাণ শিখা পৃথিবীর পর্বত শিখরে
তার সম্মুখীন হতে প্রস্তুতির দৈন্য আমাদের মানসলোকে,
তোমার চিন্তার বাস্তব রূপায়ণে সমৃদ্ধি সম্ভব হবে কবে বিশ্বলোকে!

ভুল কবি জন্মেছিলে শতবর্ষ আগে—তোমার আসন শতবর্ষের ওপারে,
স্বার্থ সংঘাতে বিধ্বস্ত জগতে তোমার চিন্তার রথ বহু যুগের ওপারে;
সদ্‌বৃত্তি, মানবিকতার আজ্ঞাবহরূপে দেখেছিলে তুমি অর্থ-কাঠামোকে,
ব্যক্তিজীবনে পরিবারে সমাজে শৃঙ্খলার মাঝে দেখেছিলে সমাজ-কাঠামোকে,
অর্থচালিত সমাজে লালস-অন্ধ সমাজে মেলে না মানুষের জীবনের অধিকার
তাইতো তুমি চেয়েছিলে মানবজীবনে শৃঙ্খলার শান্তি,
মানবিকতার স্বাধিকার।

নৃত্যরত উদয়শঙ্কর

বেণুধ্বনিতে গুঞ্জিত বিশ্বভুবনে
শুভ্রবসন দেবদূত মঞ্জীরশিঞ্জিত পদপাতে
সজল মেঘের ঝরণাধারায় নেচে চলেছ
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে গুঞ্জন তুলে,
নশ্বর জীবলোকে বিভূতির প্রজ্জ্বালনে।

দর্শনদর্শী

পিপীলিকা রসদ সংগ্রহ করে চলেছে বারংবার
রসদের স্তূপ নির্মাণে নিরলস প্রয়াস তার;
অভিজ্ঞতার রসদ সংগ্রহ করে ভাণ্ডার গড়ে
চলেছে অবরোহী মতাশ্রয়ী:
ঘূর্ণিত ঊর্ণনাভ বুনে চলেছে জাল ক্রমাগত,
দৃষ্টান্তবলে বিশ্বাসের জাল বুনে আবর্তিত হয়
আরোহী মতাশ্রয়ী;
ঊর্ণনাভ ও পিপীলিকার সম্মিলিত প্রয়াস
অভিব্যক্ত মধুকরের প্রযত্নে:
আহরিত পুষ্পরসময় মধুচ্ছত্র নির্মাণকলায়
ভূয়োদর্শনের প্রতিফলন।

জীবনের রঙ

স্থান থেকে স্থানান্তরে দেশে দেশে শহরে গ্রামে, দুর্গম পাহাড়ে
জঙ্গলে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, বিচিত্র জল-হাওয়ায়
বিচিত্র পরিবেশে ছুটে চলেছ তুমি দুর্বার গতিতে,
আবিষ্কার করে চলেছ তথ্য কত নিত্য নূতন,
বিচিত্র জীবনধারার অভিজ্ঞতা যত
এ্যাডভেঞ্চার আর রোমান্সভরা জীবন,
পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ মথিত করে প্রাণপ্রাচুর্যময়
জীবনে জীবন মিলিয়েও পেয়েছ কি জীবনের রঙের সন্ধান?

আরও এক বিচিত্র এ্যাডভেঞ্চারের প্রয়োজন জীবনে তোমার—
দুর্বাসার বেড়াজালে, কিংবা মেফিসটোফিলিসের নাগপাশে
অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তোমায়,
অন্তর-ঐশ্বর্যের পরীক্ষায় দৃঢ়পণ মানবাত্মার
বিজয়-নিশান তুলতে ঊর্ধ্বে, নরকের স্বরূপ দেখতে হবে তোমাকে।

প্রকৃতির ছন্দ

মহাশূন্যে অনন্তকাল সংখ্যাতীত গোলকের সমাবর্তন,
ঘূর্ণমান ভূগোলক—
বাষ্পমধ্যে অণুপরমাণু যেমন;
নবগ্রহের জীবনস্পন্দন-উৎস সূর্যের তাপপ্রবাহে
তড়িচ্চুম্বকশক্তির দ্যোতনায়
মহাবিশ্বের ছন্দিত সঞ্চারণ—
ত্রিমাত্রিক জড়ের স্থিতিগুণ, কাল-অংক ও মাধ্যাকর্ষণ মহিমায়
জ্যোতির্মণ্ডলে ঐকতান ঝঙ্কার,
মহাব্যাপ্ত তড়িচ্চুম্বকক্ষেত্রে পদার্থকণা ও আলোকতরঙ্গের
দ্বৈতাদ্বৈত সত্তায় একতান—
হ্রস্বদীর্ঘ আলোকতরঙ্গের বক্র গতিপথে একতান
সবিতার রশ্মিপাতে—সবিতার মহাকর্ষ সংযোগে;
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্তহীন গোলকের বিচিত্র গঠনবিন্যাস
গতি-স্থিতি-সঞ্চার লীলার মাঝে সক্রিয়
• অভিন্ন মহাজাগতিক নিয়ম।

আমাদের গ্রহে
শৈত্যপ্রবাহ, নিদাঘবায়ু, ঝঞ্ঝাবাতাসের অন্তরালে
অমোঘ মহাজাগতিক নিয়ম—লীলাময় প্রকৃতির ছন্দ;
জড়জগতে অণুপরমাণুর সংসক্তিতে,
প্রাণীদেহে জড়-অজড় শক্তির সহাবস্থানে
মহাবিশ্বে অন্তর্লীন শক্তি-মূর্ছন!
পদার্থকণার অভিকর্ষে প্রজ্বলিত তড়িৎ-অণুতে
বিশ্বপ্রকৃতির শক্তি-মূর্ছন!
অভিন্ন ধাতব উপাদান জড়জগৎ ও প্রাণীদেহে।
পঞ্চভূতের অঙ্গনে প্রাণের আবাহনে
বিশ্বপ্রকৃতির অনন্য শক্তি-মূর্ছন!
আমাদের গ্রহে অবিরাম শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন,
তরলের ওঠানামা, শারীর-বৃত্তে গতি-স্থিতি-সঞ্চারে
মহাজাগতিক মূর্ছন ধ্বনি।

ঐতিহ্যের পক্ষপুটে বিজ্ঞান

ডানা মেলে এসেছে ইতিহাস আজ বিজ্ঞানীর কাছে
চুম্বকশক্তিতে সুদূরের পথে নিয়ে চলেছে সে বিজ্ঞানীদের।
বিজ্ঞান-পাদপের বিকাশ, ফুলফলের বিস্তার, ঐতিহ্য মহিমা
ঐবশ্যর্ময় পরম্পরা—
বিজ্ঞান-বৃক্ষের উৎস-সন্ধানে ইতিহাসের পথনির্দেশ।
বিজ্ঞানীর কাছে সমাগত আজ কোপার্নিকাস,
গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন, আইনস্টাইনের আত্মপুরুষ,
আরও কত দার্শনিক-বিজ্ঞানীর অনশ্বর আত্মা—
প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও প্রকৃতি-দর্শনের স্বরূপ উদ্ভাসনে
পাড়ি দিল যারা সীমা থেকে অসীমে
পৃথিবীর বুক থেকে জ্যোতির্মণ্ডলে,
প্রকৃতির বুকে তেজোদ্দীপ্ত মানবসত্তার প্রতিষ্ঠায়
জ্ঞানের আহুতিতে সমর্পিত ছিল যে প্রাণশক্তি দুর্বার,
পরীক্ষা-নিরীক্ষাপ্রসূত আবিষ্কারের ঘাত-প্রতিঘাতে
জীবনদর্শনের ক্রমবিবর্তনে
সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছেন যাঁরা,
চেতন ও অচেতনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাঝে
কার্য-কারণ রহস্যদ্বার ক্রমশঃ উন্মোচিত
হয়ে চলেছে যাঁদের জ্ঞানলব্ধ তথ্যবলে,
তাঁদের নিশানা লক্ষ্যে রেখে ছুটে চলেছে
মানবিক বিজ্ঞানের জয়রথ।

উত্তরসূরী বিজ্ঞানী, যাত্রাপথে গুরুদায়িত্ব:
জগৎ-প্রেম হতে প্রতিভাসিত জ্ঞান ও বিবেকের
যুগল শক্তির উপলব্ধিতে চেতনার সঞ্চার কর
তুমি যন্ত্রবিদের মাঝে।
তোমার অনুসন্ধানী নিরীক্ষণ ক্ষমতায়
নির্ভর করে মানুষের মঙ্গলামঙ্গল—
মানব কল্যাণে প্রয়োগ-বিজ্ঞানের অভিযান গড়ে তোলে
নব নব আয়তন—মানবসত্তায়, ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে,
ব্যক্তি ও প্রকৃতিলোকের মাঝে।

জীবন ও ক্রীড়াঙ্গন

হাজারে হাজারে মানুষ ময়দানের পথে—
মিছিল সমাবেশ নয়,
ফুটবলের মহারণে সামিল হতে
চক্রযানে হাঁটাপথে চতুর্দিক থেকে
জনতার অবিশ্রান্ত স্রোত
দুই মহা প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্রীড়াঙ্গনে,
ঘন কালো লক্ষ মাথায় ছাওয়া
সুবিস্তীর্ণ ময়দানের শ্যামল আস্তরণ.
লক্ষ মানুষের দুর্নিবার প্রাণচাঞ্চল্যে
কল্লোলিত ময়দান,
ফুটবল নায়কের মাঝে
আপন আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশজ্বালায়
আন্দোলিত গণসমাজ,
নিরাশ হন যদি অনুগত সমর্থকেরা
ফুটবল নায়কের কাছে,
জনতার রোষ থেকে রক্ষা নেই,
আবার ভাগ্যদেবী জয়ের মালা পরান যদি তাঁদের
প্রসন্ন গণদেবতার অর্ঘ্য পাবেন তাঁরা ;
খেলোয়াড়ী মেজাজ নয় শুধু,
ছিনিয়ে আনতে হবে জয়পতাকা তাঁদের
কপালে চাই জয়লেখ, জয়ঢাক বাজাতেই হবে.
জীবনপণ করে এসেছেন যাঁরা—
এক স্বপ্ন, এক চিন্তা, এক আশা—
ফুটবল যুদ্ধের পরিণতি দেখে পরস্পরে
দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন যাঁরা,
ফুটবল নায়কের হারজিতের মাঝে
লক্ষ্য করেন যাঁরা আপন জীবনের হারজিত,
হৃদয়হীন পরিপার্শ্বের চক্রে

কিংবা উদ্দেশ্যহারা জীবনের আবর্তে ঘূর্ণমান
অগণিত বিহ্বল মানুষের কাছে
শৃঙ্খলাবোধের প্রতীক্ষা যেন
দিবসবেলায় সূর্যের অনলে ঢাকা
নক্ষত্রপুঞ্জের উদ্ভাসন প্রতীক্ষা।

নবনাট্য

সমাজ-মানুষ-মূল্যবোধ, সুতীব্র জীবনবোধের কথা নিয়ে
মানুষের মনের সূক্ষ্ম তারে অভীষ্ট আলোড়ন জাগাতে
পরীক্ষা-নিরীক্ষা নবনাট্যে,
দেশীবিদেশী প্রতীকি, সাংকেতিক নাটক, রূপক—
মননধর্মী বিষয়-ঐশ্বর্য, অনুভূতি সুগভীর, অভিব্যক্ত—
অন্যায় স্বার্থ সংঘাতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট
সাধারণ মানুষের কথা, সংগ্রামের কথা
মানুষের মরমে বিদ্ধ হয়ে যায়

নবনাট্য আজ বহ্নিশিখা নিয়ে চলেছে বিবেকের কাছে,
অনির্বাণ এই বহ্নিশিখা সমাজের অভীষ্ট সুস্থ বিবর্তনে
হৃদয়ের পরিবর্তনে

•

মনুষ্যত্ববর্জিত স্বার্থকেন্দ্রিক ঠুনকো পুতুলঘর ভেঙ্গে
ইবসেনের নোরার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
পথে নেমেছে শিল্পীরা দুর্জয় প্রাণে
মানবতার বিজয়কেতন তুলতে ঊর্ধ্বে

•

জীবনমঞ্চের শিল্পীরা এগিয়ে চলো পায়ে পায়ে।

ডেসডিমোনার মর্মবেদনা

ও কি সর্বনাশা পৃথিবী! এমন বিস্তারিত মৌন মুখে
কেন এই রক্তরাগ! কি কারণে এই রক্তনয়ন!
তোমার সত্তার এই রূপান্তর কি দোষে আমার!
জ্ঞানত স্পর্শ করেনি আমায় পাপ কোনো!
তোমার আমার পবিত্র সম্পর্কের স্মারক রুমালের সত্ত্ব
ত্যাগ করব কোন্ দুঃখে: প্রাণের বিনিময়েও নয়।
মিথ্যা শপথ—এ ধারণা কোন্ প্রাণে করলে তুমি প্রাণনাথ,
হে আমার আত্মা, কি অলীক এই প্রাণঘাতী কারণ!
প্রিয়, জানি না কোন্ ঘটনাস্রোতে নিশ্চিহ্ন হল পতিপ্রেম,
আঁধার নেমে এল কেন ঘরে, পৃথিবীর আলো
ম্লান হয়ে আসে কেন!
মৃত্যুকে ভয় পাই না, বিশ্বাসহন্ত্রীর অকারণ
অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড পাব কেন?
জীবিত অথবা মৃত, কেন আমি পতির মরমের
জ্বালা হয়ে থাকব চিরকাল?
বিনা পাপে পাপীয়সীর পরিচয় হবে কেন ডেসডিমোনার?
প্রাণপতি, একি তোমার মতি. মহিমময় ওথেলোর
একি মতি! কৃপাপ্রার্থী তোমার কাছে—মৃত্যুদণ্ড নয়,
নির্বাসনদণ্ড দাও।
ওঃ শুনলে না আমার কথা!
উঃ মৃত্যুযন্ত্রণা! দুষ্ট গ্রহের শিকার হয়েছি আমরা,
লুসিফারের বোনা ঘটনাজাল ছিনিয়ে নিয়ে গেল
আমায় তোমার কাছ থেকে।

এক পরিণীতা আধুনিকার কথা

তোমাকে জড়িয়ে আজ আমার শিকড় নেমেছে মাটি ফুঁড়ে
জীবনে জীবন মেলাতে চাই নি এমন করে,
বল্গাহারা মুক্ত জীবনের মাঝে ছুটে গিয়েছিলাম হারাতে নিজেকে,
রসরোমাঞ্চভরা জীবনে ডুব দিয়ে আকণ্ঠ তৃপ্তি পেতে চেয়েছিলাম,
কিন্তু যৌবনে ভাটা পড়ল যখন ক্রমশ,
তৃপ্তির পরিবর্তে নিয়ত অতৃপ্তি এল মনে,
আনন্দের বদলে সতত বিষণ্ণবিধুর হল মন,
অশান্তির দহনজ্বালা এল মনে—ঘোর চিত্তদাহ—
কিসে আনন্দ, কিসে পূর্ণতা?
তোলপাড় হৃদয়মন!
বিশ্বাসে শুনেছি পাওয়া যায় অভীষ্ট ধন,
বিশ্বাসের মর্যাদা দিল না কেউ,
প্রাণের আবেগে জীবনের সাধ পূরণে অপরাগ হলাম।

•

অজ্ঞাতকুলশীল—এলে তুমি একদিন অনাহূত হয়ে
ভূমিকা ছাড়াই ঘোমটা তুলে দিলে আমার মাথায়,
বাঁধা পড়তে চাই নি এভাবে কখনও,
পাখির ডানা নিয়ে উড়ে গিয়ে খুঁজে পেতে
চেয়েছিলাম জীবনের রঙ,
তবু বাঁধতে হল ঘর, মনে ছিল ক্ষোভ,
দ্বিধা সংশয় নিয়ে সাজাতে হল ঘর,
আমার আত্মায় কখন এসেছে আমারই
অজান্তে পরিবর্তনের ঢেউ
শুচিস্নাত হয়েছে মন,
আমার ওপর অন্ধ বিশ্বাস তোমার
তোমার ওপর আস্থা রেখে বিশ্বাসের অর্থ পেলাম খুঁজে।

জীবনযন্ত্রণা ও মনস্তত্ত্ব

কপট সমাজ-শাসন অন্যায় অবিচার প্রবঞ্চনা ছল ফাঁকি
মিথ্যা দম্ভের বেড়াজাল চূর্ণ করার লক্ষ্যে স্বতই
সোচ্চার তুমি আমি, পশুর অধম জীবন কে চায়?
জীবনের শৌর্যবীর্য, গৌরব, মহৎ উদ্দেশ্য
ধুলায় মিশেছে আজ কপট কৃত্রিমতাসর্বস্ব
জীবনের অভিঘাতে।
ছিন্নবিচ্ছিন্ন মূল্যবোধের পিছনে সক্রিয় নারকীয়
শক্তির বুকে হানতে হবে চূড়ান্ত আঘাত,
আর বিশ্রামসুখ পাবে না তুমি তামস পাপাত্মা,
আমাদের চোখে তাই ঘুম নেই আর,
নিষ্পাপ ডানকানের নিদ্রা চিরতরে হনন করেছিল ম্যাকবেথ
আর তমিস্র প্রকৃতির নিদ্রাহননে সংকল্প করেছি আমরা,
কুণ্ঠা আশঙ্কা নেই মনে কোনো,
আমরা তো ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী বা অভিশাপগ্রস্ত নই
ম্যাকবেথের মতো। আঁধারের বুকে
নিষ্পাপ নিদ্রার হনন
প্রকৃতির বাইরে, তাই আসে দ্বিধা সংশয়,
অন্ধকারের নায়কের সুখনিদ্রা ঘোচাতে ব্যর্থ হই যদি!
অন্ধকারের সহস্র ফণার বন্ধনপাশে
জীবন যন্ত্রণায় প্রপীড়িত মানুষের মাঝে
শুভদ জীবন উপলব্ধ না হয় যদি!
হ্যামলেটের সেই প্রশ্নে বিচলিত হয় মন
'হবে কি হবে না'—
সুমহান এই মানবিক ধর্মপালনে নৈতিক বল সঞ্চয়ে
অপারগ হই যদি!
পশুত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব—
তিন প্রকৃতিতে গড়া মানুষের মাঝে
জীবনীশক্তির সঞ্চরণ অনিশ্চিত বুঝিবা

সম্ভব-অসম্ভবের দোলায়।
চিন্তার এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে সংকল্পচ্যুত হবে কি মন!
সংকোচ সংশয় দূর হত,
কুরুক্ষেত্রে দেওয়া কথা অনুযায়ী
আবির্ভূত হতেন যদি তিনি মানুষের মাঝে।

মলিন কিশোরের চোখে

কারখানা ঘরের যূপে বাঁধা মলিন কিশোরের চোখ স্থির–
সমুখের পথে ঐ উচ্ছল সবুজ ছাত্রদলের মাঝে।

কলকাতার বুকে এক স্মৃতিস্তম্ভ

ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে স্থান নিল এই স্মৃতিস্তম্ভ
সময়ের কোলে, ভাস্বর প্রস্তর ফলক লালদীঘির সমুখে
বিনয়-বাদল-দীনেশের পুণ্যস্মৃতিতে;
কালের বিধানে এই তিন শহীদের স্মৃতিফলক
আশ্রয় নেবে একদিন মাটির জঠরে,
অনাগত দিনের সভ্যতা আবিষ্কার করবে যখন একে
মৃত্তিকাগর্ভ থেকে, বিগত সভ্যতার এক নীরব সাক্ষী
মূর্ত হবে যখন, কি মহৎ ব্যঞ্জনায়
কি দৃপ্ত মহিমায
উদ্ভাসিত হবে এই মর্মরস্তম্ভ নবযুগের মানুষের কাছে;
অমিত বীর তিন বাঙ্গালীর জীবন আহুতি
মহা দুঃসাহসিক অভিযানে,
জন্মভূমির মুক্তিযুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে;
ইতিহাসের পাতায় ক্ষুদিরাম ও আরও কত
শহীদের নামের পাশে স্বর্ণাক্ষরে কীর্তিত
এই তিন অমর শহীদের উদ্দেশে রাখা
এই অর্ঘ্যডালি—
পবিত্র এই স্মৃতিসোধ কালস্রোতে লীন হবে পঞ্চভূতে...
ইতিহাসের রথ পাড়ি দেয় মহাকালের বুকে,
অন্তহীন জীবনের ইতিহাস-পরম্পরায়
অনির্বাণ মানুষের আমরণ পণ
মুক্ত আনন্দময় জীবনসৌধ প্রতিষ্ঠায়।

ভূগর্ভপথে

কলকাতা-হাওড়ার জীবন সংযোগকারী হাওড়া সেতু পাড়ি দিয়ে
সেতুবন্ধ গঙ্গার পাটাতনে মানুষের উদ্দাম স্রোতে
ভর দিয়ে ভূগর্ভপথে নামলাম
হাওড়া স্টেশনের পথে,
সুরক্ষিত পথে একটানা মানুষের
ছন্দিত ঢেউয়ের মাঝে ভাসতে ভাসতে চলেছি...

এই হর্ম্যপথ নিয়ে যায় যদি আমাদের
কুবেরের ধনাগারে, ভাগ করে নিতাম
সে ধনসম্পদ আমরা সকলে নিশ্চিতই!

ভয় নেই, গহ্বর মুখে পাথর চাপা
দেবে না আর "ফটিকে"র পিতামহ;
সম্পদের প্রকৃত অধিকারীকে চিনতে নিশ্চয়ই
ভুল করবে না এবার।

বিমুগ্ধ যুগল আত্মা

মাটি আর সমুদ্রের সীমারেখায়
বালুবেলায় দুটি হৃদয়ের প্রাণস্পন্দন
একাকার যুগল আত্মা
পৃথিবীর সীমানায় জানায়
পৃথিবীকে বিদায়
অন্য পৃথিবীতে লীন হতে চায়
ও দুটি প্রাণ

ঊর্মিমালার মূর্ছনা
যুগল বক্ষে
ঊর্মিমালার ছন্দ
তাদের বুকে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে...
সাগরের জলে
বিচ্ছুরিত চন্দ্রের বিমোহন রূপে
সম্মোহিত উড়ন্ত যুগলী শরীরীর
আত্মরূপ দর্শন
অন্তরীক্ষ থেকে সাগরের বুকে ॥

অতিথি ও অতিথিসেবিকা

"দি হোসটেস ওয়ান্ট্স টু বি থ্যান্ক্‌ড্"
['দি রোড্স্ এ্যারাউন্ড পিসা']
—আইজ্যাক ডিনেসেন

আদম আর ইভকে সৃষ্টি করলেন যখন ঈশ্বর,
সপ্রতিভ তরুণীটি অভিজাত পুরুষটিকে বললেন নম্রকণ্ঠে,
পুরুষকে নিযুক্ত করলেন তিনি অতিথির ভূমিকায়,
অতিথি সেবার দায়িত্ব পেল স্ত্রীলোক;
ভালবাসাকে সহজ ভঙ্গীতে নিল পুরুষ,
স্ত্রীলোকের কাছে ভালবাসা মূর্ত স্থূল গভীর ব্যঞ্জনায়,
ঘরের মানমর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়নি পুরুষের উপর,
ঘরের মানমর্যাদার কেন্দ্রমূলে নারীজাতি,
আতিথ্য গ্রহণ করতে পারেন আপনি বহুলোকেরই,
অতিথিরূপে বরণ করা যাদের
অভিপ্রেত নাও হতে পারে আপনার।
এখন বলুন মহোদয়, কি আশা করেন অতিথি?

উত্তর দিলেন অভিজাত পুরুষটি, অভদ্র যে অতিথি,
অতিথির সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয় তার ক্ষেত্রে,
আনন্দ ফূর্তিতে মশগুল থাকাই ধর্ম তার।
অতিথি কামনা করে মানসিক বৈচিত্র্য,
জীবনের দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা একঘেয়েমি থেকে
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার পরিসর;
শিষ্ট অতিথি প্রসারিত করে ধরে আপনাকে,
স্নিগ্ধ ছাপ রেখে দেয় নিজের ব্যক্তিত্বের.
অতিথির মর্যাদার যোগ্য আচরণ থাকে
তার ঐকান্তিকতায়: সত্যই মহাশয়া, খুবই
সুন্দর প্রসঙ্গ তুলেছেন আপনি: এখন
বলবেন কি আমায়, অতিথিসেবিকা কি প্রত্যাশা করেন?

—ধন্যবাদ কামনা করে।

ট্রেনের কামরায়

অবিরাম চলেছে এই ইঞ্জিনলাগানো পান্থশালা
কত যাত্রী, নতুন মুখ কত, আসে যায়,
আলাপ হয়, পরমুহূর্তে ছাড়াছাড়ি
কে কোথায় ভেসে চলে যায়,
রুজিরোজগারের আশায় হরেক পশার নিয়ে
আসে যায় ফেরিওয়ালা একের পর এক,
যাত্রার মাঝে বিরতি স্থানগুলিতে মানুষের আনাগোনা
হৈ হৈ প্রাণের সাড়া পড়ে যায়,
কল্লোলিত কামরায় উচ্ছলিত মানুষগুলো
পেটের তুষ্টি করে এই ফাঁকে,
আয়েস করে নেয় একটু।
মাঝে মাঝে একটি কথা উঁকি দিচ্ছিল মনে—
ট্রেনের কামরাগুলো একদিন পরিণত হবে জঞ্জালের স্তূপে,
কামরার ভিতরের উল্লসিত মানুষগুলোও পরিণত হবে ভস্মে।

এমনি করেই সময় পাড়ি দিয়ে চলেছি..
সূর্য সারাদিন সঙ্গ দিল,
গৈরিক গোধূলির চাঁদ এখন
জানলায় লগ্ন হয়ে আছে,
ছুটন্ত পান্থশালায় বসে সুখদুঃখের কথা বলে চলেছি
ইঞ্জিনের ঘর্ঘর দোলানীর মাঝে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

এই স্টিয়ারিং নেহাতই যান্ত্রিক

স্টিয়ারিং ধরে আছি সতর্কভাবে
তবে এই স্টিয়ারিং নেহাতই যান্ত্রিক;
কর্মক্ষেত্রে উৎসবে আনন্দ অনুষ্ঠানে
তোমাদের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে
যন্ত্রযান ছুটিয়ে চলেছি
নিয়ে চলেছি তোমাদের স্থান থেকে স্থানান্তরে,
চলেছি রাজপথে, চলেছি আবার জরাজীর্ণ রাস্তায়...

আমার আনন্দ অহর্নিশ ছুটে চলায়...

স্টিয়ারিং ধরে আছি সতর্কভাবে
তবে এই স্টিয়ারিং নেহাতই যান্ত্রিক,
তোমাদের ব্যস্ততা, প্রত্যাশা, উৎকণ্ঠার নীরব সাক্ষী
এই যন্ত্র; মানুষের চাপে দমবন্ধ কামরায়
তোমাদের জীবনযন্ত্রণার উদাসীন নির্বাক দর্শক
এই যান্ত্রিক স্টিয়ারিং।

তোমাদের যান্ত্রিক চলার পথে নিরন্তর সাড়া দিয়ে চলে
এই দীন সেবক;
আপন ঘরের মানুষের চিন্তায়
যান্ত্রিক স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
জীবনযন্ত্র সচল রাখে এই দীন চালক।

চোরাবালি

চুরি যদি করতেই হয়, ছোটোখাটো চুরি করা বেগাড়
ঠ্যাঙগানির চোটে প্রাণ যাবার যোগাড়,
ঘৃণার চোখে দ্যাখে সকলে চোরকে,
বড় ডাকাত হলে সমাজকে শুষে বড় ডাকাত হলে
প্রতিপত্তি মর্যাদা পাওয়া যায় তামাম দুনিয়ার কাছে,
কালোবাজারে নেমে গিয়ে দেদার টাকা কামালে
কিংবা চোরাকারবারে নেমে বেমক্কা টাকা কামালে
টাকার পাহাড়ে উঠলে. হোক না টাকার রঙ কালো,
রাজা উজীর প্রজা সকলেই জানায় সেলাম,
টাকার ইন্ধনশক্তিতে ক্ষমতাসীন প্রিয় মানুষ যত:
ব্যাস. অপ্রতিহত ক্ষমতা এবার,
তবে তথাকথিত ভদ্রবংশের ছেলে না হলে 'পরে
ঝুঁকি কিছু আছে;
দুর্নীতিদগ্ধ জীবনে অপচার ভ্রষ্টাচার
কালোধনের ভদ্র মালিকের অলংকার:
সাধারণের কাছে নাকি যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ,
ধনিকের সত্তা লাভ করে যখন তথাকথিত
নীচকুলোদ্ভব মানুষ কোনো, অন্ধকার পথে,
প্রকৃতির নিয়মে সংঘটিত হয় পুরোনো সমাজের
বিস্মরণ, অপচার ভ্রষ্টাচারের সংক্রমণ
অবশ্য দুর্নীতিগ্রস্ত ভদ্রবংশীয় ধনপতি
এক পঙ্‌ক্তিতে বসাবে না তাকে জাতক্রোধবশে,
কোলাকুলি না হওয়া ভাল সেয়ানে সেয়ানে
আভিজাত্যের চোরাবালি যে ধ্বসে যাবে।

অর্থের শাসন

নির্বাধ অর্থশাসিত কাঠামোয় ন্যায়নীতির
কথা নিয়ে গুঞ্জরণ ওঠে যদি,
অধিকার, নিরাপত্তা, সংস্কৃতির কথা নিয়ে
আলোড়ন ওঠে যদি,
নীতিভ্রষ্ট মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা,
পতিতার উদ্ধার, সততা, ভালবাসা,
ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে সোচ্চার হও যদি,
দারিদ্রের ভাগ্য উদ্ধার দূর অস্ত তবু,
মুক্ত অর্থস্রোতের গোলকধাঁধার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
সঞ্চিত পাপের বিরুদ্ধে জেহাদ, শ্রেণীসংগ্রামের কথা,
ক্ষমতা দখলেরও আওয়াজ ওঠে যদি,
দরিদ্রের ভাগ্য উদ্ধার দূর অস্ত তবু।

অর্থশাসিত জীবনে কোটি মানুষের সংগ্রাম এক
দুঃখদৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম.
আমৃত্যু ক্ষুধার চিন্তা. আমৃত্যু অর্থচিন্তা।

অর্থশাসিত কাঠামোয় হৃদয় নিরুদ্ধ,
দেবতা বিমুখ হৃদয়মন্দিরে.
দেবসৌধ নির্মাণে লক্ষ কোটি অঙ্ক ব্যয়
স্তূপাকার দক্ষিণা অর্থ.
তবু দেবতা বিমুখ হৃদয়মন্দিরে।

অর্থশাসিত কাঠামোয় পাপ অনিরুদ্ধ
মুক্ত অর্থস্রোতে পাপ অনিবার্য.
অর্থপ্রাচীরের অন্তরালে সুষুপ্ত প্রাণপিঞ্জরে
কাঁদে মানবতা
অর্থের পদতলে লাঞ্ছিত মানবতা।

দেউলিয়া জীবনযান

আঁধারপুরীর গোলকধাঁধায় দিশেহারা যন্ত্রযান
ক্ষয়িষ্ণু মহামূল্য জ্বালানী তেল আর পীত সোনা সম্বল।

মুখোস

মানুষের দুঃখদারিদ্র্যমোচনে বদ্ধপরিকর আমি,
আমার উদ্দেশ্যপূরণে অপারগ হলে
প্রতিক্রিয়াশীল হবে তুমি,
আমার স্বার্থপূরণে মদত দিলে,
পাপ যাই কর না তুমি,
প্রগতিবাদীর পরিচয় হবে তোমার।
প্রগতিশীল কথা আমার মুখ অনর্গল
তোমার মুখেও শুনতে চাই ভূরি ভূরি কথা
প্রগতিশীল, তবে স্বার্থ জড়িত যেখানে
খুলে ফেল প্রগতিবাদীর মুখোস।
প্রগতি বলতে বুঝি
সাধারণের, সমাজের সেবার অলীক কল্পনা;
আমার ব্যক্তিজীবনে সেবাধর্মের প্রতিফলন অলক্ষ্য;
দর্পণে দ্যাখ নিজের মুখের প্রতিবিম্ব,
আমার মুখের প্রতিবিম্ব নিয়ে হৈচৈ হলে
মুখোসটা তোমার দেব খুলে।

শৃঙ্খলা ব্যক্তিজীবনে, বহির্জীবনে:
কনফুসিয়াসের কথায় কি এসে যায়!
কনফুসিয়াস কি প্রগতিবাদী!
ব্যক্তিজীবন ও পরিবারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত না হলে
কি সম্ভব নয় বহির্জীবনে শৃঙ্খলা!
ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক নির্বিঘ্নতা আর শৃঙ্খলায়
জীবনের মানের উন্নতি, প্রগতি!
ব্যক্তিজীবনে শৃঙ্খলা, পরিবারে শৃঙ্খলা,
সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব নিয়ে তোমার মাথাব্যথা হলে—
আমার মুখোস নিয়ে মাথাব্যথা হলে
মুখোসটা তোমার দেব খুলে।

সক্রেটিসের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত

জ্ঞানীপ্রবর সক্রেটিস, দেশের অভিভাবকের দায়িত্বে
জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিককে নাকি উপযুক্ত মনে কর তুমি ?

ঠিকই বলেছ কবি, তবে এবিষয়ে আলোচনার
অবকাশ নেই বিশেষ, তোমার সঙ্গে।
তুমি আমার অপছন্দ, মানুষের চিন্তায়
জীবনে আলোড়ন জাগাতে কৃতসংকল্প তুমি।
শুধুই দেশের জয়গানে মুখর হতে যদি
জাতির জয়গানে মুখর হতে যদি
তোমাকে অপছন্দ করার কারণ ছিল না কিছুই।
পছন্দ করি আমি ঠিকই দার্শনিককে।

বেশ, জ্ঞানীপ্রবর, রাষ্ট্র পরিচলনার সঙ্গে
সম্পর্ক কি দার্শনিকের ?

হ্যাঁ, সেকথা জানা প্রয়োজন তোমার
দ্যাখ, প্রজাতন্ত্রে সক্রিয় নাগরিক তিন স্তরের :
অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক, কৃষক শ্রমিক ;
রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করে প্রথমজন
দেশরক্ষার দায়িত্বে দ্বিতীয়জন,
তৃতীয়জনের হাতে উৎপাদন।
ঠিক তেমনই তিন ধারা মানব প্রকৃতির,
যুক্তিবিচার, বীর্যবল, বিষয়-আকাঙ্ক্ষা,
বীর্যবলের প্রকাশ আর বাসনার নিয়ন্ত্রণের
মূলে পারঙ্গম যে যুক্তিবিচারে,
প্রকৃত জ্ঞানী তো সেই :
সে জ্ঞান কার আছে দার্শনিক ভিন্ন !
আপামর মানুষের মাঝে প্রকৃত আভিজাত্যের
অধিকারী দার্শনিকই।

দ্যাখ কবি, জ্ঞান তোমার তোমার অসম্পূর্ণ,
অভিজ্ঞতার জগৎ ছায়াবৎ।
ধারণাশক্তির স্বরূপই সত্যজগৎ,
এই পথেরই পথিক দার্শনিক।
তুমি কবি জীবনের অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে
অবরোহী সোপানে ভর দিয়ে চল
আর বিস্তার কর জীবনের পটে মুক্ত চিন্তা কল্পনা,
আর তার মাঝে সন্ধান কর আপন অস্তিত্বের,
জীবনসত্যের।
ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে জীবনসত্য অমোঘ হবে,
নিশ্চয়তা কি আছে!
আমার প্রিয় মানুষ দার্শনিক—জীবন আদর্শের
স্বরূপ-সচেতন দার্শনিক উদ্ভাসিত করে
বাস্তব জগতের প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত সত্য।
জীবনের ক্রম অগ্রগতির মূলে সমাজ-সভ্যতার
সঞ্জীবনী পরশ,
সমাজ সভ্যতার ব্যাপ্তিতে অগ্রণী ভূমিকা রাষ্ট্রের;
রাষ্ট্রচালনার গুরুদায়িত্ব পালনে তাই
উপযুক্ত অমোঘ জীবনসত্যনিষ্ঠ দার্শনিক।

পুণ্যতোয়া গঙ্গা

(চতুর্দশপদী)

পুণ্যতোয়া গঙ্গার অন্তহীন প্রাণবন্যা
কালসাগরে সৃষ্টিধ্বংসলীলায় সদামত্ত জহ্নুকন্যা,
চিরন্তন গঙ্গার ছন্দগান ভগীরথের ভক্তিরসধারায়,
জীবনের নিত্য প্রজ্জ্বালন, চিরায়ত প্রেমমূর্ছন—গঙ্গার অমৃতধারায়;
গঙ্গার প্রেমে জটাধারী আত্মহারা—
জটার আবর্তে উচ্ছলিত গঙ্গা দিশাহারা—
জটালগ্ন গঙ্গা পা দুটি প্রসারিত করে ভূমিতলে
লক্ষ কোটি সন্তানের উদ্ধারে, পাহাড় থেকে সমতলে।

গঙ্গার কূলে কূলে শঙ্খধ্বনি, কাঁসরধ্বনি
দুর্নিবার প্রাণের উলুধ্বনি
কলকল্লোলিনী গঙ্গার কোলে, বিগলিত করুণাধারা
কলনাদিনী গঙ্গার কোলে নিখিল জীবনরসধারা
গঙ্গার বুকে জীবনের পারাপার
জীবন-তরণীর বুকে এপার-ওপার।

মাকড়দা রোডের পাঁচালি

(একটি সত্য ঘটনা)

নিশিভোরে খাটালের পথে দুধের পাত্র হাতে চলেছি
মাকড়দা রোডে, আমার শিশুসন্তানের জন্যে
নির্ভেজাল দুধের প্রয়োজনে,
আত্মকষ্ট তুচ্ছ মেনে ঘুম-জড়ানো চোখে
পায়ে পায়ে চলেছি নিঝুম প্রায়ান্ধকার পথে
পিতৃদায়িত্ব পালনে বুকভরা গর্ব নিয়ে।
এল কোথা হতে মেয়েলি কণ্ঠের ফিসফিস আওয়াজ,
ঘাড় ফিরিয়ে আড়চোখে দেখি আনাজের ঝুড়ি মাথায়
মাঝবয়সী দুই গ্রাম্যবধূ পায়ে পায়ে আসছে পিছু পিছু
শশব্যস্ত যেন পাল্লা দিচ্ছে সময়ের সাথে;
কান দুটো স্থির খাড়া রেখে স্থির দৃষ্টি সামনে রেখে
আলো আঁধারের মাঝে মাপা পায়ে চলতে চলতে
শুনছি নিঝুম পথে দ্রুতলয় পায়ের শব্দ
কাঁচের চুড়ি ঠুনঠুন
গেঁয়ো ভাষার সুরলহরী গুনগুন।
মনে এল চপল কৌতূহল কথা শুনতে তাদের.
'আজ বড় দেরি হয়ে যাবে বাজারে পৌঁছতে।'
'হ্যা ভাই, হাঁটছি তো জোরে সমানতালে,
তবু অন্যাদিনের চেয়ে দেরি হয়ে যাবে ঠিক;
মাঝরাতে উঠে কোলের বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে
ঘুম পাড়িয়ে উনুন ধরাতে গিয়ে ঝামেলা পোহালাম বেশ,
আলুভাতসিদ্ধ চাপিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে গেলাম
বাবুদের ক্ষেতে আনাজ যোগাড়ে,
উঃ দেরি হল এত, ফিরে এসে দেখি
ভাত গেছে ধরে হাঁড়িতে,
পা বাড়ালাম পথে;

শেষ রাতে বাজারের পথে নিত্যি হাঁটা কয়েক ঘণ্টা
পেটে পড়ে নি এখনও একফোঁটা চা কিংবা জল।'

চলার পথে প্রফুল্ল মনের টুঁটি চেপে ধরল কি যে গুরুভার
পথের ধুলোয় মিশে গেল আমার আত্মাদর।

সন্তানহারা বঙ্গমাতা

বঙ্গজননী, পাঁচ কোটি সন্তানের প্রাণ
আমোদিত করেছ তুমি কত ললিত ছন্দগানে,
জয়জয়ন্তী রাগে পাঁচ কোটি সন্তান করেছে কত
তোমার বন্দনা;
কি অপরাধ বঙ্গবাসীর, বিমুখ যে এখন তুমি
বাৎসল্য প্রেমের অকৃপণ ধারায়!
ছন্দোবন্ধ জীবনে কি অভিশাপ এল নেমে
বঙ্গজননীর অঞ্চল জুড়ে!

সোনার বাঙলাগো, প্রান্তর তোমার এখন আসমুদ্র
ফুটিফাটা, বিষাদভার বায়ু মন্দ মন্দ,
আগুন জ্বালায় ক্ষেত প্রান্তরে নেই আনন্দ-উদ্বেল
জীবনের সাড়া,
মৃদু ধোঁয়া ওঠে দেখি অসাড় মৃত্তিকা থেকে নিরন্তর...
এ ধোঁয়ায় যে বিষাদের সুর!
বিষাদবিধুর ধুলোয় মৃত্তিকা ধূসর!
ওগো, তোমরা দ্যাখ, ভূতলে এখন আশ্রয়
নিয়েছেন বঙ্গমাতা,
হানাহানি হিংসার শিকার কত সন্তানের
অপমৃত্যুতে যন্ত্রণায় অব্যক্ত বঙ্গজননী।
বিবেককে প্রসন্ন করি এস প্রেমের ডালিতে,
বিষাদ-দীর্ণ মায়ের আনন্দচঞ্চলা মূর্তির অভিষেকে
শুভবুদ্ধির উন্মেষে সকলকে এস বাঁধি রাখিবন্ধনে।

জীবন ধর্ম

(সনেট ১)

অন্তরের প্রেষণায় বোধ চেতনা উদ্ভাসনে
জীবনসত্তা আমার সক্রিয়, জগৎলোকে প্রেমপ্রীতি উদ্দীপনে;
আমি কি চাই অবিরাম চলেছে তারই অন্বেষণ
আমি কি চাই জানে না আমার মন।

আমার চাওয়া পাওয়ার প্রকৃতি ঘিরে মনের স্বধর্ম,
জীবনে আমার জ্ঞানে যা কিছু শুভকর্ম
তার মাঝেই সুষুপ্ত প্রকৃতির ধর্ম।
ইহজীবনে নিয়ত শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব—প্রকৃতির দ্বৈতকর্ম।

আমার কামনা বাসনার তৃপ্তি সাধনে যুক্তির স্বাধীনতা
অন্তর প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় দমনে যুক্তির স্বাধীনতা,
যুক্তির পক্ষ সঞ্চালনে আমার মনোরথের বিস্তার
যুক্তির শৃঙ্খলা শাসনে আমার মনোরথের সঞ্চার;

যুক্তি প্রবৃত্তি অন্তরশক্তির ঐকতানে সার্থক জীবন-মন্থন
জ্ঞান ও অমিত শুভের রূপবন্ধন।

বঙ্গজননীর জীবনছায়ে
(সনেট ২)

বাঙলার সোনাধানে, দূর্বাঘাসের সবুজে, অমৃত জলধারায়,
সুধাঝরা বাংলা ভাষায়, চিরনবীন প্রাণের সাড়ায়
চক্রাকারে পূর্ণ করে চলেছি জীবন-ঐশ্বর্যভাণ্ড,
বাঙলার বুকে দোদুল দোলায় পেয়েছি অমৃত ভাণ্ড:

বাঙলার মাটিতে সস্নেহ বৃক্ষছায়ার পরশ, পত্রপুঞ্জে স্বপ্নমাখা কলতান.
বাঙলার আকাশ বাতাসে মূর্ছিত ললিত লোকগান. শ্যামাগান,
বাঙলার আকাশ বাতাস ছন্দিত স্পন্দিত—গৌড়ীয় কীর্তনগানে.
আউল-বাউল, ভাটিয়ালি গানে, কবিগান যাত্রাগানে।

নববর্ষ-উৎসব, রথযাত্রা. রাধাকৃষ্ণ-দোলন, দুর্গালক্ষ্মী বন্দনা
জগদ্ধাত্রী, মহাকালী অর্চনা. হৈমন্তিক নবান্ন বন্দনা.
বীণাপাণি আরাধনা. হরি-উৎসব,' শৈব-লীলা উৎসব.
আবর্তন করে চলেছি সংবৎসর আরও কত পরব।

সূর্যের নিত্য কিরণে ধরিত্রীর বুকে সঞ্জীবনী সজীবতা
বঙ্গজননীর প্রাণপরশে জীবনে আমার নিত্য নবীনতা।

জীবনের অভ্যুদয়

(সনেট ৩)

টালমাটাল জাহাজে উপচে-পড়া জল অপসারণে অহরহ আমাদের প্রয়াস,
ঢেউয়ের দাপটে দোলায়িত জাহাজের স্থির লক্ষ্যে অভিযান প্রয়াস,
তোমার আমার চোখে প্রতিভাত, সংক্ষুব্ধ জাহাজে দুটি প্রাণের আলোড়ন
তোমার আমার চোখে দুরন্ত প্রাণবন্যায় দুটি জীবনের উদ্ভাসন;

আমার জীবনের কাল মধুমাসে এনেছ তুমি মধুমাধবীর সুধা
তোমার জীবন মন্থনে পান করেছি অমৃত সুধা
বিদ্যুদ্বেগে পরিক্রমা করেছি তোমার জীবনসমুদ্রগর্ভ
তোমার সম্মোহিনী যাদুশক্তি বিদ্যুৎগর্ভ;

ভালবাসার পরশপাথরে নিরন্তর কামনা ছিল, পরিতৃপ্ত হবে হৃদয়,
হৃদয়ে পাতা ছিল অনুক্ষণ ভালবাসার তপ্ত কটাহ,
ভয় ছিল, অজানা আশঙ্কা ছিল তপ্ত হৃদয়ে,
হৃদয়ের অনল নিবারিত এখন তোমার অভ্যুদয়ে;

এখন প্রাণের জোয়ারে দুলে চলেছি দুজনে দোলনায়
ঘূরন্ত পৃথিবীর দুই মেরুর সঙ্গে বাঁধা দোলনায়।

অঞ্জন-শলাকা

(সনেট ৪)

রূপসৌন্দর্যের অমেয় দ্যুতি, আবেগ-উচ্ছল যৌবনদীপ্তি
প্রাণোচ্ছল আনন্দকান্তি, গন্ধমদির পিরীতি,
আমন্ত্রণ বারতা পাঠায় সঞ্চলিত ঈথর.
ক্ষিপ্রপদপাতে বাজে তার শিঞ্জিত নূপুর—গুঞ্জিত ঈথর·

তার জ্যোতিঃস্নিগ্ধ চোখে মেলে না মনের ঠিকানা
তার আঁখিপদ্মে কত রহস্য অজানা
কোন্ স্বপনপুরীতে আছে তার হৃদয়পিঞ্জর,
হৃদয়-গভীরে আছে জানি মণিমুক্তা কত তার থরথর:

দ্বার খোল অপরিচিতা, দুস্তর পথ পেরিয়ে এসেছি. তোমার প্রাঙ্গণে.
বিজনপুরীর তোরণে দাঁড়িয়ে আছি সূচীভেদ্য অন্ধকার অঙ্গনে,
আলোর অভিযানে চিরবিনিদ্র রয়েছি; তমসার অবসানে এস আলো হাতে,
অসফল নয় সাধন, দ্বার এখন উন্মুক্ত প্রদীপ্ত আলোকপাতে;

অবগুণ্ঠিত পুরীতে দৃষ্টিপথে এল এক প্রতিচ্ছবি. দীপ্ত আনন,
তমসার বুকে দীপান্বিতা আনন্দময়ীর অভিযান চিরন্তন।

প্রেমের কল্যাণমূর্তি
(সনেট ৫)

তোমার হৃদয়-কমলে শিশিরস্নাত এ জীবনে, অসীম আনন্দরসে
রামধনু হয়ে মেলেছি পাখা তোমার মেঘমুক্ত আকাশে, সুনীল পরশে,
মহৎ আত্মার অধিষ্ঠান প্রেমপ্রসন্ন জীবনপারাবারে
মরালীর প্রাণপরশে মহৎ চিন্তার উদ্ভাস হংসরাজের জীবনসায়রে।

কোনো অশুভ শক্তি ছিন্ন করতে পারে না সে প্রেমবন্ধন,
নিগূঢ় শক্তিতে বলীয়ান সে হৃদয়বন্ধন,
আমার কোনো দুঃসাহসিক হঠকারিতাতেও সে প্রেম নিরুদ্বেগ
এমনই প্রেমের সঘন আবেগ।

তোমার ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির মহিমায়
সঞ্চারিত এক শুভশক্তি আমার আত্মায়,
অনুকম্পার অনুভূতি আসে অন্তর্জগতে,
জগৎ হিতে মহৎ আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার তখন অন্তর্জগতে

করুণাধারায় ভেসে চলে সমগ্র সত্তা
সর্বজনের মাঝে সহমর্মিতা-সঞ্চারে উন্মুখ অন্তরসত্তা।

নারী ও সৃষ্টি
(সনেট ৬)

নারীর বহিঃসৌন্দর্য নয়, অন্তর সৌন্দর্য—অনুভূতিশীল হৃদয়ে
মূর্ত সৌন্দর্যসুষমা ব্যাপ্তিশীল—পুরুষের সংবেদী হৃদয়ে;
প্রিয়দর্শিনী নয়, প্রিয়দর্শী নারীর সৎচিন্তা, সৎবৃত্তি
উন্মোচিত করে সৃষ্টিধর্মী চিত্তবৃত্তি।

পুরুষের সৃষ্টিধর্মের উন্মেষে নারীর প্রেরণা
নারীর আগ্রহ উৎসাহে সৃজনীশক্তির উন্মেষে স্বর্গীয় প্রেরণা
বিস্তীর্ণ ঊষর জীবনে প্রাণের জোয়ার, প্রেমনির্ঝরের ফল্গুধারায়,
খাড়া রুক্ষ পাহাড়ের বুকে প্রাণের জোয়ার, প্রেমনির্ঝরের সহস্র ধারায়।

হীরাপান্নায় গড়া আমার প্রাণপ্রিয়া অনন্যা,
আমার আনন্দলোকে অধিষ্ঠিতা নারী তুমি অসামান্যা,
স্বর্গমর্তের সীমানা একাকার করে চলেছ তুমি হৃদয় দেবী,
অন্তর মাঝে সুরাসুরের দ্বন্দ্বে আবির্ভূতা তুমি যে গো রক্তমাংসের দেবী।

তোমার অস্তিত্বের সার্থকতা অসার্থকতা আমার জীবনের শুভাশুভের মাঝে
আমার অস্তিত্বের সার্থকতা অসার্থকতা তোমার মহত্ব অহমত্বের মাঝে।

কবির সত্যদৃষ্টি
(সনেট ৭)

প্রকৃতির অমেয় সৌন্দর্যের মাঝে সত্যসুন্দরের সন্ধানে
কবির অভিযান, জগৎ-সংসারের জোয়ার ভাটায় জীবনের অনুসন্ধানে,
হৃদয়ের সৌন্দর্যপিপাসা নিবারণে নিসর্গ পরিক্রমা
জীবনের নির্যাস আহরণে আলো-আঁধারি দৃশ্যপট পরিক্রমা।

সুন্দরের আরাধনায় সৃজনশক্তি প্রকাশে কবির চিত্তবিনোদন,
সৌন্দর্য অনুভূতিময় কাব্যরসে চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমন,
প্রেমের আবাহনে কবির সৃজনশীলতায় পূর্ণ হয় মানুষের তাপিত মন।
প্রেমের পূর্ণতায় আত্মজ্ঞানের পরশে সৃষ্ট কাব্যের মাঝে অমর কবিজন।

চরাচরের নিসর্গশোভায় কবি পায় প্রেমশক্তির সন্ধান
আপন আত্মার দৃশ্যপটে লাভ করে অভিন্ন প্রেমশক্তির সন্ধান;
প্রকৃতি আর আত্মার অভিন্ন চেতনায় অনির্বাণ জ্ঞানালোক
ঈশ্বর আর আত্মার অভিন্ন চেতনায় অনির্বাণ সত্যালোক।

দেহ আর আত্মার বিচ্ছিন্নতায় আমার দেহের লয়
সূচীত হবে তখন শাশ্বত জীবনের জয়।

অবিনাশী প্রেম
(সনেট ৮)

জীবনে যা কিছু মহান, গৌরবদীপ্ত আনন্দময়
উন্নত চেতনা ও অধ্যাত্ম চেতনার নিরীখে সুখময়
তারই সাধনায় মগ্ন হয়েছি ঐহিক সুখ ভুলে,
দরিয়া ভাসিয়েছি মহাজীবনের অকূলে;

আমার নিঃস্পৃহতায় দীপকরাগে বরণ করতে চেয়েছিলে তুমি আগুন,
মেঘরাগে নির্বাপণ করেছি সে আগুন
তুমি আমার এত কাছে, তবু কত দুস্তর ব্যবধান;
স্তব্ধ হত বুঝি প্রেম, না যদি থাকে পরস্পরে এ ব্যবধান।

বসন্তের বিদায়ে প্রাণে আগুনজ্বালা—
ক্ষণিক স্বপ্নসুন্দর জীবনশেষে বিচিত্রগতি মনের দ্বন্দ্বজ্বালা
আগুনজ্বালার মাঝে ঝরঝর বরষার বারিধারা
সকরুণ শ্রাবণের বারিধারা।

মধুরজনীতে অনুভূত হল স্বপ্নোত্থিত মনে, মিলনান্ত প্রেম অনিত্য
বিরহ বিচ্ছেদের আবর্তনে প্রেমের রূপবৈভব নিত্য।

প্রাণের মুক্তি
(সনেট ৯)

অজানা আশঙ্কা জাগে মনে, অন্তস্থ শক্তিতে ভাগ্য যদি সহায় না হয়
সক্রিয় জীবনে আশা-নিরাশার দোলায় ভাগ্য যদি অনুকূল না হয়
আমার চিন্তা, অনুভূতির মাঝে জগদ্দল পাথর যদি চেপে বসে
অবিশ্বাস সন্দেহের টানাপোড়েনে মনে যদি দুঃসহ ভার জমাট হয়ে বসে,

মনোবিকার লাঘবে নির্ভর করে আছি মানুষের নিখাদ ভালবাসায়,
ব্যর্থতা আসে যদি জীবনে মানুষের প্রতি নিষ্ফল ভালবাসায়
আত্মিক মৃত্যুর ছায়াপাতে হৃদয়ের দুয়ার যদি বন্ধ হয়
রাহুগ্রস্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহে প্রাণের স্পন্দন যদি বন্ধ হয়,

মুক্তির সন্ধান দেবে কে আমায়?
কানে কানে বললেন আমায় প্রাণদেবতা, 'স্মরণ কর আমায়,
তোমার সত্তায় আমার প্রেমমহিমা লীন
আমার অনন্ত প্রেমধামে তোমার সত্তা বিলীন।'

জীবনের জয়যাত্রা মহাজীবনের অনন্ত সৌন্দর্য প্রবাহে
মৃত্যুঞ্জয়ী সক্রেটিসের আদর্শে নিমগ্ন হব জীবনের চিরন্তন প্রবাহে।

নিরর্থক যদি হয় প্রেম
(সনেট ১০)

প্রণয়-সিন্ধু যদি কুহেলীতে ঢাকা পড়ে, প্রেয়সী যদি প্রত্যাখ্যান করে আমায়
যদি সূর্য ঢাকা পড়ে সঘন মেঘে, সূর্যমুখী কি মুখকমল দেখাবে আমায়!
চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হবে কি আর মন আমার!
বসন্ত বাতাসে অন্তরে বাহিরে হিল্লোল জাগবে কি আর!

কৃষকহারা অনুর্বরা ক্ষেতে বিচ্ছেদের সুর!
খরায় ধানক্ষেতে আগুনজ্বালায় বিচ্ছেদের সুর!
অবিরাম বৃষ্টিধারায় ভাসমান ধানক্ষেতে বিচ্ছেদের সুর!
সূর্যের লালে বঞ্চিত, কুয়াসা ঢাকা ধানক্ষেতে বিচ্ছেদের সুর!

সোনালী ধানক্ষেতের ঢেউয়ের পরশ বিস্মৃত হব কোন্ প্রাণে?
ধানের দেশের চাষীর প্রাণপুলক ভুলব কোন প্রাণে?
বর্ণে গন্ধে মাতোয়ারা ধানের দেশে পরিচয় হয়েছিল দুজনের,
সব ধান তুলবে বলেছিলে গোলায় আমাদের;

প্রতিশ্রুতির অমর্যাদায় নিরাশ কর যদি তুমি আমায়
নীরব সমাধি রচিত হবে আমার, শূন্য ধানের গোলায়।

পাপঘ্নশক্তি
(সনেট ১১)

আত্মবঞ্চনার মাঝে হে অন্ধ অমানুষ
কি যে তোমার আনন্দ, উৎকট ভয়াল তুমি অমানুষ.
তোমার দম্ভ অহংকার. তোমার কুকর্ম, পাপ
জীবজগতে মূর্ত অভিশাপ,

কত সত্যান্বেষী পৃথিবীর রহস্য উন্মোচন অভিযানে
জীবনসত্য উন্মোচন অভিযানে
থমকে দাঁড়ায় তোমার পাপযোগের আবর্তে.
জীবনীশক্তির পরীক্ষা তার পাপগ্রহের আবর্তে

ঝড়ঝঞ্ঝা আসুক না জীবনে
সক্রিয় অনুসন্ধানী মানুষের জীবনে:
আসুক না বাধাবিপত্তি, পঞ্চরহস্যের—পঞ্চশক্তির
উপলব্ধিতে প্রতিবন্ধ সৃষ্টিতে সাধ্য আছে কি কোনো অপশক্তির!

সক্রিয় জীবনে আমৃত্যু ব্যাপৃত জ্ঞানবান জ্ঞানবতী
অধর্ম অশুভ শক্তির মাঝেও অমোঘ সত্যাশ্রয়ীর স্থিরমতি।

দৌত্য
(সনেট ১২)

আমার কবিতাসুন্দরী, বিশ্বনিখিল প্রদক্ষিণ করে
ফিরে এস আমার মানসসঙ্গিনীকে সঙ্গে করে,
কামনা বাসনা ইচ্ছা অনিচ্ছার ঊর্ধ্বে যে আনন্দ জেগেছে প্রাণে
তারই মূর্ত রূপ সে মরমিয়া প্রাণে;

তাকে নিয়ে এসে অধিষ্ঠিত কর আমার হৃদয় সিংহাসনে,
হৃদয়েশ্বরীর প্রেমসুষমা পরিতৃপ্ত হবে এ হৃদয়াসনে ,
উপলব্ধ হয়েছে প্রাণে, ভাস্বর সৌন্দর্য ব্যাপ্ত সে অসীম সত্তায়,
জীবনের মহান গৌরব অনাদি আনন্দ উচ্ছ্বাস মূর্ত মহাসত্তায়,

দুর্লক্ষ্য দুর্লভ আমার মানস সঙ্গিনী ভাস্বর, জ্যোতিস্নাতা,
কবিতাসুন্দরী, পরিক্রমা করে চল সে প্রেমবৃত্ত, আলোকস্নাতা,
চেতনের মাঝে অচেতনের মাঝে অণুপরমাণুতে সে শক্তি নিঃসীম
বাসনাশূন্য কর্মে সে শক্তি অসীম।

ধূপগন্ধ জ্বালাও এ প্রাণমন্দিরে ভাস্বতী মানসসঙ্গিনী
বিশ্বরূপের আহুতিতে অর্ঘ্যডালি তুলে দাও হাতে অন্তরসঙ্গিনী।

ফুল-দোল
(সনেট ১৩)

সূর্যকরোজ্জ্বল ফুলের কেয়ারি জীবন-উদ্যানে
প্রেমের উপচারে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ভিক্টোরিয়া স্মরণিকের উদ্যানে,
দ্যাখেনি যে জীবনের এ ফুলসাজ, আনন্দহারা বুঝি তার জীবন,
পুষ্পকেতুর পুষ্পশর প্রতীক্ষায় আকুলিত পুষ্পজীবন।

উপবনে সবুজ গালিচায় আলম্ব এক বৃন্তে দুটি ফুল ইতিউতি,
কত মধুর স্বপন, কত আশার বুননে যুগল হৃদয়ের কি যে আকুতি,
ফুলসৌরভে মাতোয়ারা দীঘি, বীথি, শ্যাম দূর্বাদল,
শ্বেতহর্ম্যের পটে এই উপবনে জীবনের নাভিপদ্মে মূরতি যুগল,

এখানে না এলে মনে হয় জীবনের সৌরভ থেকে বুঝি বিচ্যুত,
জীবন অরণ্যে কত মুখ দেখি, যুগল মুখ কত,
এমন জীবনরশ্মির ঝিলিমিলি তো চোখে পড়ে না তখন,
সাজানো বাগান দেখেছি অনেক, পূর্ণকাম হয়নি তো মন;

আর জীবনযৌবনের সমারোহে সাজানো ফুলবন
সে যে ফুল-দোলে দোলন খেলার শিহরণ।

প্রেমের বিদায়বেলা
(সনেট ১৪)

আমার আত্মায় স্থবিরতা পাষাণের
সংশয়দোলা জীবন অস্তিত্বের, মননের, চিন্তনের,
নিষ্করুণ অভিঘাত. পথভ্রষ্ট সমাজশক্তির,
মহা আতঙ্ক. দুঃসহ নারকশক্তির।

প্রেম প্রণয়ে অজানিত বিপ্রকর্ষণ অমিত,
দুস্তর বন্ধুর জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রাণসত্তা নিষ্পেষিত.
নাদশ্রুতিস্বরের তালমাত্রালয়হীন কর্কশ গত,
বিকার-আক্রান্ত স্বরগ্রামে আমার. তারসপ্তক অবিরত:

দিকভ্রষ্ট জীবনে প্রেম বন্ধনী দুর্বহ
দিকহারা প্রাণে হৃদয়ের পরশ দুঃসহ
ত্রাসে ভয়ে অনির্দেশ জীবনতটে মূর্ছা যায় আমার প্রেমিকা.
জীবন-তরণীতে হারা উদ্দেশ্যে দাঁড় বেয়ে চলি একা,

প্রেমের বিদায়বেলায় আমি অচঞ্চল
আমার আত্মার শান্তিতে ফেল দু ফোঁটা আঁখিজল।

মোহ ও চেতনা
(সনেট ১৫)

গ্রামের পথে দেখেছিলাম তাকে, বিলোল আঁখি সে যৌবনবতীকে
কালোপাথরে খোদিত যেন সে কামিনী, দেখেছ কি সে তন্বী যুবতীকে
যৌবনমদমত্ত অঙ্গে শিথিল অঙ্গবাস
সুঠাম নিটোল দেহ হতে প্রকৃতির অমৃতবাস

কৃষ্ণ-অঙ্গের অমৃতসার দোহনে সূর্যের আলিঙ্গনে
মাদকতা শরাহত রমনীর নয়নে,
তপ্ত দুপুরে তালতমালের কোলে মত্তমাদির যৌবনভারে কামগন্ধ,
যৌবনবতীর আঁখিকটাক্ষে পুড়ে মরে এ দেহ কামান্ধ,

আপনাকে সমর্পণে উন্মুখ এ দেহ লালস-অন্ধ
সময় গড়িয়ে কখন যে নিশি দিল হাতছানি মত্তান্ধ
মাদলের তালে সুরজালে বিলোল রজনী নিদ্রাহীন, মদির আবেশে,
আহা! নতুন পালকে ছাওয়া ময়ূরের পেখম রতিঋতু শেষে।

আদিম আনন্দ উচ্ছ্বাসে মোহান্ধ মন অবচেতন,
জীবনমুক্তিতে আমার সত্তায় কর অধিষ্ঠান পরমচেতন।

হৃদয়হীন জীবন
(সনেট ১৬)

জীবন পরিভ্রমণে একূল ওকূল পাড়ি দিয়ে চলেছি
সভ্যতার বিচিত্র মহিমায় মানবতার অপমৃত্যুতে ভেসে চলেছি
দিনগত পাপক্ষয় লক্ষ মানুষের—বিপন্ন মানবাধিকার;
গড়ে যারা সভ্যতার ইমারত নীরবে, দিতে হয় তাদেরই গুণগার।

মহাজনের করুণায় নির্ভর খেটে-খাওয়া মানুষের নিত্য দীর্ঘশ্বাস
কর্মহীন মানুষ অগণিত—দিকহারা শিক্ষা কিংবা বিশৃঙ্খল
অর্থনীতির পরিহাস,
লক্ষ মানুষকে বঞ্চিত করে তুলে দিই নিজের পেটে পরমান্ন,
আনন্দে ভরপুর মন, অন্যদিকে রাস্তার কোণে ছিন্নমূল দেহ অগণ্য।

সদা নিষ্ঠুর স্বার্থের শিকারে কত মানুষ হারায় জীবনের অধিকার,
একের বেলায় যদি কোটি অঙ্ক অর্থের ভোগ-অধিকার
অন্যের বেলায় বঞ্চনা, অবজ্ঞা, অবিচার—
গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মাঝে সম্ভব কি মানবসমস্যার প্রতিকার?

মনপবনের দাঁড় বেয়ে চলি জীবন পারাবারে—
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারেই মুক্তির সন্ধান এ জগৎ সংসারে।

প্রেমাস্পদের করুণালোকে
(সনেট ১৭)

কবিতা সনাতন, তুমি তো জানই জীবন আধার নিঃশেষ হয় যখন,
প্রস্থানপর্বের পালা আসে তখন,
নিমন্ত্রণপর্ব সমাধা হলে বিদায়পর্ব যেমন,
মৃত্যুবাণের উপলব্ধিতে আত্মস্থ আমার গহন চেতন;

প্রোটোপ্লাজম-এ গড়া দেহ-প্রকৃতি
সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে গড়া জীবন-প্রকৃতি
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় বলে সৃষ্ট জীবনধর্ম
পরিত্যাগ চিন্তায় সমাহিত মন। অপার রহস্যময় মৃত্যুমর্ম।

তাই আমার প্রার্থনা, ভূমানন্দের সন্ধান দাও তোমার রশ্মিপাতে,
নিয়ে চল, কবিতা সনাতন, এ ব্যাকুল সত্তাকে ক্ষিপ্র পদপাতে
পরম সত্তার চরণকমলে, হৃদয়-বল্লভের চরণে—
এ সত্তার আহ্লাদিতে--প্রেমশক্তিতে, মহাজীবন বল্লভের চরণে;

আরাধ্য অমূর্ত চিন্ময় প্রেমাস্পদকে বলবে তুমি কবিতা-সনাতন,
"তোমার চির আরাধনায় সঁপেছে এক প্রাণ, যার ধ্যান কাব্য সৃজন।"

প্রেমের ঊর্ধ্বলোকারোহণ
(সনেট ১৮)

আমার প্রিয়ার অক্ষিগোলকে সুরলোকের প্রতিভাস,
উদ্বেলিত মহাজাগতিক প্রাণবন্যা,
তার নয়ন-আকাশে সূর্য ও চন্দ্রের উদ্ভাস,
উদ্বেলিত চন্দ্র-সূর্যের আলোকবন্যা;

অনাস্বাদিত ছিল প্রিয়ার এই ভাস্বান রূপ-উপলব্ধি
পার্থিবের মাঝে অপার্থিব আনন্দবোধ
রহিত মনে ঈপ্সা করেছিলাম কেবল কায়িক রূপ উপলব্ধি,
প্রেমসায়রের অতলে পাড়ি দিয়ে হয়েছে আমার চৈতন্যবোধ;

দেহ মনে হৃদয়ে নয়,
চেতন আত্মায় আছে দুজনার প্রাণ-পিঞ্জর
মহাশক্তির হাতে গড়া নয়,
মহাশক্তির প্রেমময় প্রকাশ দুজনের প্রাণপিঞ্জর;

সৃষ্টি প্রলয়ের মাঝে ব্যাপ্ত মহাসত্তা
সৃষ্টি প্রলয়ের মাঝে লীন এ দুটি প্রাণসত্তা।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"
(সনেট ১৯)

দুঃখের অনলে নিমজ্জিত করেছেন তিনি আমায়
সুখের হোমানলে প্রজ্জ্বলিত করেন আবার তিনি আমায়,
কামনাবাসনার ঘূর্ণাবর্তে বনবন ঘুরে চলেছি অবিরাম
জড়প্রকৃতির মাঝে সুখদুঃখের আবর্তে ঘূর্ণপাক অবিশ্রাম;

অবিদ্যা থেকে বিদ্যায় উত্তরণে পেতে হবে অমৃত পুরুষকে;
চিত্তের অহংকারে বুদ্ধিবলে বেঁধেছি পুরুষকে,
পান করেছি ঐহিক রূপ-রস-গন্ধ বসুধার বৃত্তসীমার মাঝে,
এবার পাড়ি দেব অসৎ ও অপরা হতে পরা ও সৎ-এর মাঝে;

অবিদ্যা থেকে বিদ্যায় অবগাহে—অপরা থেকে পরা-এ
সৎ-চিৎ-আনন্দের মাঝে স্বজ্ঞালাভে নিমগ্ন হয়ে
পাড়ি দেব অয়ন ও ক্রান্তিবৃত্তের অতীত পরব্রহ্মের আকাশে
অক্ষর পুরুষের রথচক্র ছুটে চলে নিখিল চিদাকাশে।

হৃদয় রথের সারথি, অনন্তগুণে অভিষিক্ত কর জীবন-আলোকে;
আনন্দ-জ্ঞানের আকাশে আমাদের আশ্রয় সত্যলোকে।

ত্রিগুণ
(সনেট ২০)

বাত্যাক্ষুব্ধ তরঙ্গমূর্ছিত সাগরে গাঙ্গচিল অচঞ্চল
সৃজন সংকীর্তন ধ্বংসলীলায় সাগর সচল
সাগরের মহিমায় সঞ্জীবন লীলা
সাগরের নিগূঢ় ইঙ্গিতে ধ্বংসলীলা।

সাগরের বুকে, সাগরের নভোদেশে গাঙ্গচিল ভেসে চলেছে,
মীন শিকারে তরণী কত অন্তহীন ঢেউ ভেঙে চলেছে
প্রকৃতির করুণায় কত মীন জালে ধরা পড়ে
প্রকৃতির পরিহাসে কত মীন জাল ছিঁড়ে সরে পড়ে,

কত দুঃসাহসী মানুষ ভেলা নিয়ে চলেছে সুদূরলোকে
অদৃশ্য হয়েছে সমুদ্রের অকূলে কোন এক রহস্যলোকে,
অতৃপ্ত মানুষ কত, যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ঘুরছে ভূলোকের মোহপাশে,
সচল সাগরের মাঝে ষড়রিপুর আবর্তনে, মহামোহ পাশে।

নির্গুণ চৈতন্যপুরুষের বহির্লোকে, সৃষ্টি-ধ্বংসের লীলাসঙ্গীতে
ত্রিগুণের গুঞ্জন নিখিল সদ্‌গুণ সাগরের ইঙ্গিতে ।

অবিদ্যার পরপারে
(সনেট ২১)

প্রাণহীন প্রেমের শীতল স্পর্শে, অস্থি-শুষ্ক প্রেমের রূপ-দর্শনে
বোধশক্তিহীন অনুভূতিহীন মন,
প্রেমাস্পদের বিবর্ণ ভাবলেশহীন মুখদর্শনে
ব্যথাদীর্ণ মূক হৃদয়মন;

চিৎকার করে উঠি আবর্তিত হয়ে বহ্নিবৃত্তে
কিন্তু সান্ত্বনা দেবার নেই কেউ আমায়
প্রেমের চিতার বহ্নিশিখায় দুঃখের কালবৃত্তে
প্রাণে শান্তিবারি দেবে কে আমায়?

আমার অগ্নিসম্ভূত বাক্, পদ—
দুঃখের জয়যাত্রায় প্রেয় হতে শ্রেয়র মাঝে হোক আমার উত্তরণ,
উপাস্য পরম পদ,
আমার দুঃখ দহনে অনাবৃত করু তোমার অন্তরভুবন।

এ জীবনে ঐহিক প্রেম-অপ্রেমের লীলাখেলায় মায়ার বন্ধন
প্রেমপুরুষের সঙ্গে মিলনে দেবযান আরোহণে ছিন্ন হবে এ বন্ধন।

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"
(সনেট ২২)

শৈত্যপ্রবাহ হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করে আসে
উত্তুরে বাতাসে বৃক্ষশাখা হতশ্রী হযে আসে
ডালে ডালে ঘর্ষণে বৃক্ষরাজি মৃতপ্রায়
পত্রপুঞ্জ বিশ্রস্ত হতপ্রায়।

পাখির কলতান গুণগুণ গান স্তব্ধ হল বৃক্ষশাখা কোলে;
হায়! প্রেমগান গাইবে কে আর প্রকৃতির কোলে?
প্রেম-জগৎ বিলীন হল আমার নয়ন-সমুখে.
প্রেম-উপহার নিয়ে আসে না আর সুকুমারী আমার সমুখে.

মূর্তপ্রেম সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা. তোমাদের দীপ্তিতে ফিরিয়ে দাও
আমার প্রেমলোক,
সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূমার যোগে ফিরে আসুক প্রেম-নিসর্গলোক,
প্রেমশক্তি ভিন্ন প্রাণসঞ্চার করবে কে এই প্রাণহীন দেহে,
প্রেমসূর্যস্নানেই অপসৃত হবে হিমবাহ এ দেহে।

আমার সকল আনন্দের মূলে যে আছে সে
আমার জীবনের সোনার কাঠি নিয়ে আছে যে সে।

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'
(সনেট ২৩)

জীবন-গৌরব, প্রাণ ঐশ্বর্য, চেতন-অচেতনে পরমাত্মারই প্রকাশ
অসৎ ও সৎ বস্তু—অক্ষয় অব্যয়ের করুণাবলে, আমি কে?
দয়াময় দয়িত, সৃষ্টিপূর্ব অব্যক্ত বস্তু হতে পঞ্চভূতে তোমারই উদ্ভাস,
তুমিই নিমিত্ত, উপাদান ও রূপকারণ, আমি কে?

কল্প যার হাত, ছন্দ যার চরণ
নিরুক্ত যার কর্ণ, জ্যোতিষ যার নয়ন
শিক্ষা যার নাসিকা, মুখ যার ব্যাকরণ
সেই শাস্ত্রদেহবলেই সৃজিত এ প্রাণ-দেহ-মন;

তুমি অদৃষ্ট অথচ দর্শনরত জগৎপিতা
অশ্রুত অথচ শ্রবণকারী
অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা
অচিন্তিত অথচ চিন্তাকারী

তোমার জ্যোতিষ্কে আমার ক্ষণস্থায়ী অক্ষি-ইন্দ্রিয় হবে লীন
তোমার মারুতে আমাব এই ক্ষণভঙ্গুর প্রাণ হবে বিলীন।

অমৃতসুধা
(সনেট ২৪)

জানি আমি, মনন ও সংবেদ নিয়ে যাবে আমায় গৌরবরথশীর্ষে
জীবনের আলোকস্তম্ভশীর্ষে,
খরস্রোতা নদীর উজানে অবিরাম পাক খেয়ে
মহৎ প্রত্যয়ের ঈশারায় দেহটা আশ্রয় নিয়েছে তটে ঘূর্ণিজল বেয়ে;

মৃত্যুহীন মহাসত্তার বরাভয়ে এ প্রাণমন আশ্রিত এক দীপ্র জগতে,
অপার আনন্দে, ইচ্ছাসুখে মগ্ন হতে,
জড় জগৎ, ছায়া জগৎ আর চেতন জগতে নিমজ্জনে
সত্য সুন্দরের মাঝে আপন স্বার্থের আহুতিতে মিলব জগজ্জনে।

সঁপে দিয়ে এ জীবন মানবমুক্তিতে, পরার্থে
আবর্তিত হব সাকার থেকে নিরাকারে, পৃথিবী থেকে জলে, পরার্থে
জল থেকে অগ্নিতে, অগ্নি থেকে বায়ুতে, বায়ু থেকে আকাশে পরার্থে
আবর্তিত হব আনন্দসাগরে—পরমার্থে।

জগৎ ও জগতীর যৌথ পরিবারের প্রবাহচক্রে
অমৃতের আবাহনে পরমার্থে মিলব কালচক্রে।

আত্মার প্রেম
(সনেট ২৫)

রহস্যময় প্রেমের বিচিত্র নাগরদোলায়
আত্মাকে নিপীড়ন করেছি সকাম জীবনদোলায়,
আমার হৃদয় সমাধিবেদীতে কান পাত যদি বন্ধু,
দুরুদুরু শব্দে অনুকম্পিত হবে সমগ্র সত্তা তোমার বন্ধু।

অবক্ষিপ্ত জীবনে চোখে নামে এখন অবিরাম অশ্রুজল,
এ জীবনে সুখ-আহল্লাহ তুচ্ছ করে কি আনন্দে মাতে যে সে আঁখিজল,
ইন্দ্রিয় সুখে আমার নির্বেদ এখন, সাড়া দেব না বহির্মুখী ইন্দ্রিয়কে,
নশ্বর দেহ অনশ্বর জীবনের খোঁজে অন্তর্মুখী করেছে ইন্দ্রিয়কে।

অতৃপ্ত জাগতিক কামনা-বহ্নিশিখা উঠেছিল এ প্রাণে,
বীতশোক অশ্রুজলে নিপীড়িত আত্মাকে উপচার দিয়েছি এ তাপিত প্রাণে,
আমার চোখ থেকে অবশেষে আত্মা মুক্তি পেয়ে পাড়ি দিল ঊর্ধ্বলোকে,
সঞ্চালিত হল এ সত্তা অতীন্দ্রিয়লোকে...

চেতনের ঊর্ধ্বাকাশে মানব-মানবীর সত্তা লীন আদ্যাসত্ত্বে,
অনন্ত হৃদিকমল সরোবরে পুষ্পদল-সত্তা লীন মহাসত্ত্বে।

বৌদ্ধ সহজিয়ার আনন্দমার্গ

["কাঅ ণাবড়ি খান্টি মন কেড়ুয়াল।
সদ্‌গুরুবঅণে ধর পতবাল"—সরহ]

কায়নৌকোর খুঁটিতে বন্ধ মন-বৈঠা সঞ্চালনে
চিত্ত, ধারণা, স্মৃতি, প্রবৃত্তি ও অভিনিবেশের মাঝে
অস্তিত্বশীল মন-বৈঠার সঞ্চালনে
সদ্‌গুরুর বাক্য হাল লক্ষ্যে রেখে
জীবনসমুদ্র উত্তরণে দিতে হবে পাড়ি।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য শোধনে
প্রয়োজন আত্মোৎসর্গের, বোধিত চিত্তের
উদ্ভাসনে ভবকারায় ধারণ করব কায় নৌকোকে।

ভবসাগর পার হতে ভাসব কায়নৌকোয়,
কোনো নাবিক বায় না এ নৌকো,
এ নৌকোয় গুণ টানে না কোনো নাবিক;
বিষয়সুখ ও পান-আসক্তি পরিত্যাগে
অপারগ হলে কায়নৌকো রক্ষায় অপারগ হলে
ভাসবে মানুষ আনন্দশূন্য জীবন পারাবারে।
কায়নৌকো পরিত্যাগ করে বজ্রযানে উঠে
সহজস্বরূপ বজ্রগুরুর সঙ্গে মিলিত হবে যখন,
জ্যোতির্ময় গগনচক্রে ব্যাপ্তিশীল
সহজানন্দে লীন হবে তখন!

কে তুমি রাধা

কৃষ্ণভক্তের চেতনলোকের কর্মালিনী তুমি যে রাধিকা,
পরমবিষ্ণুর রূপস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের অমৃতশক্তি পরাশক্তি তুমি,
পুরুষোত্তমের আত্মস্বরূপের আনন্দ-অংশে তুমি,
প্রণবের আনন্দমধুর প্রকাশ—কৃষ্ণপ্রেম, রাধাপ্রেম, রাধাকৃষ্ণ প্রেম।
স্থাবর-জঙ্গম, পুরুষ-প্রকৃতিরূপে নারায়ণ-নারায়ণী
ভূশক্তি ও শ্রী;
শ্রী অথবা লক্ষ্মীর আবির্ভাব তোমারই সত্তা হতে।
তোমার অন্তর্বাসী বিভুপুরুষ আর তোমার বিষ্ণুমায়ার
আরাধনা—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত শক্তির আরাধনা বৈষ্ণবীর ঘরে:
পদ্মমালিনী হিরণ্ময়ীর অধিষ্ঠান হিন্দুর কুলে:
তোমারই সত্তা হতে আবির্ভূতা
দুর্গা, চণ্ডী, ব্রহ্মাণী, বরাহী, ইন্দ্রানী—কোটি শক্তি;
পরব্রহ্মের সমবায়িনী শক্তি,
সগুণ-নির্গুণ ভেদাভেদহীন পুরুষোত্তমের
অচিন্ত্যশক্তি নিঃসৃত সৃষ্টি তুমি কান্তাশ্রেষ্ঠ-কৃষ্ণকান্তা,
বাসুদেব—সুদর্শনাখ্য বিষ্ণু—নারায়ণের ধর্মধর্মিণী
তোমারই অংশভূতা,
নির্বিশেষ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নরূপে চন্দ্রা তুমি আবার;
অক্ষরের ক্ষর, অপ্রাকৃতের প্রাকৃত,
আত্মভাবময় শক্তি তুমি—মূর্ত মহাভাব
অনন্ত ভগবতস্বরূপের অনন্ত কান্তাশক্তি তুমি।
অনন্ত অবতারী ও অবতার শ্রীকৃষ্ণের অষ্টমহিষীর লীলায়
অষ্টধা প্রকৃতিজ ষোড়শ গোপী ষোড়শ কলাসম্পন্না শক্তি-আধার,
লক্ষ্মীরূপিনী রুক্মিনীর আদি প্রকাশ শ্রীরাধার
আপন সত্তা ষোড়শ গোপী—
সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের মাঝে
আদি প্রকৃতি শ্রীরাধিকা—চিৎ-মায়া-জীবশক্তি

সর্বঐশ্বর্যময় আহ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকা—রাসেশ্বরী রাধিকা—
নীলাম্বরি, মাল্যধারিণী, কুসুমিত চিকুরা, কাজল-নয়না, সুচিত্রা
জগৎ-রূপ ব্রজধামে ব্রজমোহনের রূপ-বর্ণ-গন্ধে, মধুর রসে
হিল্লোলিত শ্রীরাধা—কৃষ্ণকান্ত মহিমায় আবিষ্টা শ্রীরাধা,
মোহন মুরলীঅন্ত প্রাণ—মদন-মোহন শ্রীরাধা,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অন্তরাত্মার আহুতিতে—
ভাবের রাধারাণী শ্রীচৈতন্যের প্রেমলোকে—
নিত্যসিদ্ধ চরাচরব্যাপ্ত বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রেমলীলা,
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ায়—কৃষ্ণলীলায়
চিন্ময় প্রেমঘন রাধার অঙ্গে লীন
কৃষ্ণঐশ্বর্যরসঘন শ্রীচৈতন্যসত্তা,
শ্রীচৈতন্যের অন্তরকৃষ্ণের বিভূতিলোকে
কৃষ্ণকান্তার আবেগ-উত্তাল আকৃতিতে
রাধারমণের মাধুর্যঘন উল্লসিত রূপচ্ছটা।

মহাজীবনের পরীক্ষা

দানধর্ম পরীক্ষার শত-সোপান উত্তরণে সফলকাম তুমি
রাজা হরিশ্চন্দ্র—সত্যরক্ষায় বিশ্বামিত্রের সুকঠোর বিধি
নির্দ্বিধায় পালনে,
অন্তস্থ চেতনা ও আপসহীন বিবেকের দীপ্যমান প্রতীক তুমি,
দান করেছ সর্বস্ব তুমি অন্তর পুরুষের প্রেরণায়,
রাজঐশ্বর্য, রাজ্যপাট সর্বস্ব সঁপেছ পাষাণ-হৃদয় মুনির কাছে
রিক্ত নিঃস্ব সর্বস্বান্ত রাজা, পরনে এখন তোমার বল্কল,
সম্বল শুধু স্ত্রী-পুত্র;
যাঁরা ছিলেন এতদিন রাজা, রাণী, রাজতনয়
তাঁরা আজ নিরাশ্রয় অর্ধভুক্ত অভিশপ্ত তিন প্রাণী।
রেহাই নেই তবুও তাদের।
কাশীর তিন রিক্ত মানুষের পিছু পিছু
অনুসরণ করে চলেছে এখনও কঠোর-হৃদয় মুনিবর
দানগ্রহণ শেষে দক্ষিণা আদায়ে,
দক্ষিণার সুবিপুল অঙ্ক যোগানো অসাধ্য রাজার পক্ষে,
নিজেকে আর স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় করা ভিন্ন উপায় নেই তাঁর,
দক্ষিণা অর্পণে চরম ত্যাগ হরিশ্চন্দ্রের.
হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী-পুত্র শৈব্যা-রোহিতের নিয়তি—
পরগৃহের দাসত্ব আর স্বয়ং রাজার কর্মফল
শ্মশান প্রহরা,
মুনিবর, এখনও কি অতৃপ্ত তুমি রাজার এই কালদশায়?

শ্মশানে মৃতপুত্র কোলে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন
শ্মশান-দ্বারী হরিশ্চন্দ্রের, ধর্মদেবতার লীলাখেলায়।
সকল পরীক্ষার অবসানে স্বেচ্ছায় জীবনের চূড়ান্ত
পরিণতি বরণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ স্বামী-স্ত্রী,
পুত্রের চিতায় পিতামাতা বরণ করে নেবেন সহমরণ,

আলোড়িত চরাচর, রাজদম্পতির এই সুকঠিন অভিপ্রায়ে;
জগৎ-আত্মার অনির্বাণ আলোকধারায়
মহাজীবনের আনন্দরসে নিমজ্জিত হরিশ্চন্দ্র;
চণ্ডালবেশী ধর্মের বরমাল্যজয়ী
সত্যসন্ধ হরিশ্চন্দ্রের ভাস্বর মহিমায়
পুরুষকারের জয়যাত্রা
বিশ্বামিত্রের রোষবহ্নি নির্বাপণে মহাকালের বুকে।

মৃতের মমি ও অনন্ত জীবন

সোনার পাতে মোড়া কুঠুরীর ভিতর—চুনী, পান্না, নীলার
স্বচ্ছ রঙে কারুকার্যময় এনামেলের নকশা-করা সোনার
আধারে শায়িত বালক রাজা তুতানখামেন
স্থিরদেহে প্রশান্তচিত্তে অনন্ত সুখানন্দে সমাহিত;
পান্থশালা পৃথিবীতে যা একান্ত প্রিয়—
রাজ-ঐশ্বর্য, ধনরত্নসম্ভার, রাজকীয় আসবাব
মহামূল্য অনিন্দ্যসুন্দর কারুকলা
আর সখের বস্তুধন
মহাড়ম্বরপূর্ণ জাগতিক বস্তুসম্ভার পরিবৃত হয়ে
কালচক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছেন রাজন্
এই তিন হাজার বছর ধরে।

পিরামিডের ভিতর স্বর্ণপাতে মোড়া কুঠুরীর পর কুঠুরী, আধারের
পর আধারের অভ্যন্তরে সঙ্গোপনে সযত্নে রাখা স্বর্ণপেটিকায়,
চিরভাস্বর সুপ্রাচীন রাজমহিমা,
বালকরাজার অনন্তজীবন ব্যাপ্ত পিরামিডের গহ্বরে
ঐহিক বস্তুমণ্ডলে।

পাতালপুরীর স্বর্ণ আধারে পাবে তুমি রাজার প্রাণপিঞ্জর,
তুতানখামেনের কিশোরী রাণীর বিদায়-অর্ঘ্য অম্লান
রাজার গলায় পরানো বিধবা রাণীর দেওয়া পুষ্পহার
কালস্রোতে অস্থি-শুষ্ক, তবু অক্ষত
কালজয়ী হৃদয়ে চির অক্ষত,
চির-ভাস্বর রাণীর প্রেমভুবন,
অনশ্বর রাজার বিশ্বভুবন।

নচিকেতার প্রতি যম

"অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।
ন হি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।"

—নচিকেতা ['কঠ']

নচিকেতা, অন্য বর চাও
প্রেতরহস্য প্রকাশ সম্ভব নয় আমার পক্ষে
প্রেতের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব চির রহস্যময়,
মৃত্যু-রহস্য উদ্ধার কাম্য নয় কারো,
তোমার তো আরো নয়, অন্য বর চাও নবীন বালক,
মৃত্যুকে ঘিরে দেবতাদেরও আছে সংশয়,
আমি ছাড়া এর স্পষ্ট ধারণা নেই কারো;
অকারণ মৃত্যুরহস্য প্রসঙ্গে কৌতূহলী হলে
পূর্ণ হবে কি জীবনের সুখ-আনন্দ?
নচিকেতা, অন্য বর চাও,
ভোগসুখেরই কামনা জানাও,
সকল কামনা-বাসনা চরিতার্থ হবে তোমার:
রমনী, পুত্র-পৌত্র, ধন-ঐশ্বর্য, ভূসম্পত্তি, স্ফূর্তি-আনন্দ, অমরত্ব—
কোন অভিলাষই নেই!
পায়ে ঠেলে দিলে অবহেলায় অমরতাকে, ভোগ ঐশ্বর্যকে,
বিত্তসুখে তৃপ্তি নেই মানবাত্মার!
কি স্বর্গীয় উপলব্ধি তোমার নচিকেতা!
হার মেনেছি আজ আমি তোমার কাছে,
বিত্তসুখ একদিকে, অন্যদিকে পরাবিদ্যা,
জীবনের পরমসুখ আছে কোথায়, জানে নচিকেতা:
পরাবিদ্যার গলায় মালা দিল যে
সে তো নয় নবীন বালক, তার মাঝেই
"নবযুবা"র অধিষ্ঠান, প্রজ্ঞাঘন পূর্ণসত্তা দীপ্যমান।

আমার গান

জীবন-গভীরে পরিক্রমা করে চলেছি অনন্ত ক্ষণ
কাল-অঙ্কে বিরামবিহীন মুক্তি অন্বেষণ
লক্ষ্যস্থির চিত্তে একান্তে অন্বেষণ অবিরাম
প্রাণের অমিত তেজে মহাযাত্রা দিক থেকে দিগন্তে
বহুর মাঝে যাত্রা এক-এ, একের মাঝে বহুতে
তথ্য হতে তত্ত্বে
নিত্য নতুন সত্যে

•

জীবন-গভীরে পরিক্রমা করে চলেছি অনন্ত ক্ষণ
যাত্রাপথে প্রতিধ্বনি শুনি মনের অন্তস্তলে
আমি সকল জানার অন্তে
পরম সত্য আমি সত্য-অসত্যের মাঝে
বিশ্বজগৎ, জড়-অজড়, অণুপরমাণু
আমারই অন্তরপুরুষ অতনু
জীবন-গভীরে পরিক্রমা করে চলেছি অনন্ত ক্ষণ।

কবিকথা

যশোহরের ভক্তিকবি মহিমচন্দ্রের বংশধর ও স্বর্গত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের তৃতীয় পুত্র সুশীলকুমার দাশগুপ্ত। বিদগ্ধ কবি এজরা পাউণ্ডের কাব্য-সৃষ্টির উপর মৌলিক গবেষণা ও তাঁর কবিতাবলীর অনুবাদে তিনি তাঁর গভীর কাব্যচেতনার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। "জিজ্ঞাসা ও অন্যান্য কবিতা" শ্রীদাশগুপ্তের প্রথম মৌলিক কাব্যগ্রন্থ। বাস্তব জগৎ, কল্পজগৎ ও অতিচেতন জগতের পটে ব্যাপ্ত তাঁর কবিমানস। ছন্দমাধুর্য, জীবন-জিজ্ঞাসা ও দূরকল্পনায় প্রোজ্জ্বল তাঁর সৃষ্ট চিত্রানুগ কাব্যজগৎ। কাব্যরচনা ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজীতে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা এবং গল্পশৈলীর ক্ষেত্রে তিনি শক্তির স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।